পাক্ষিক

আহমদী

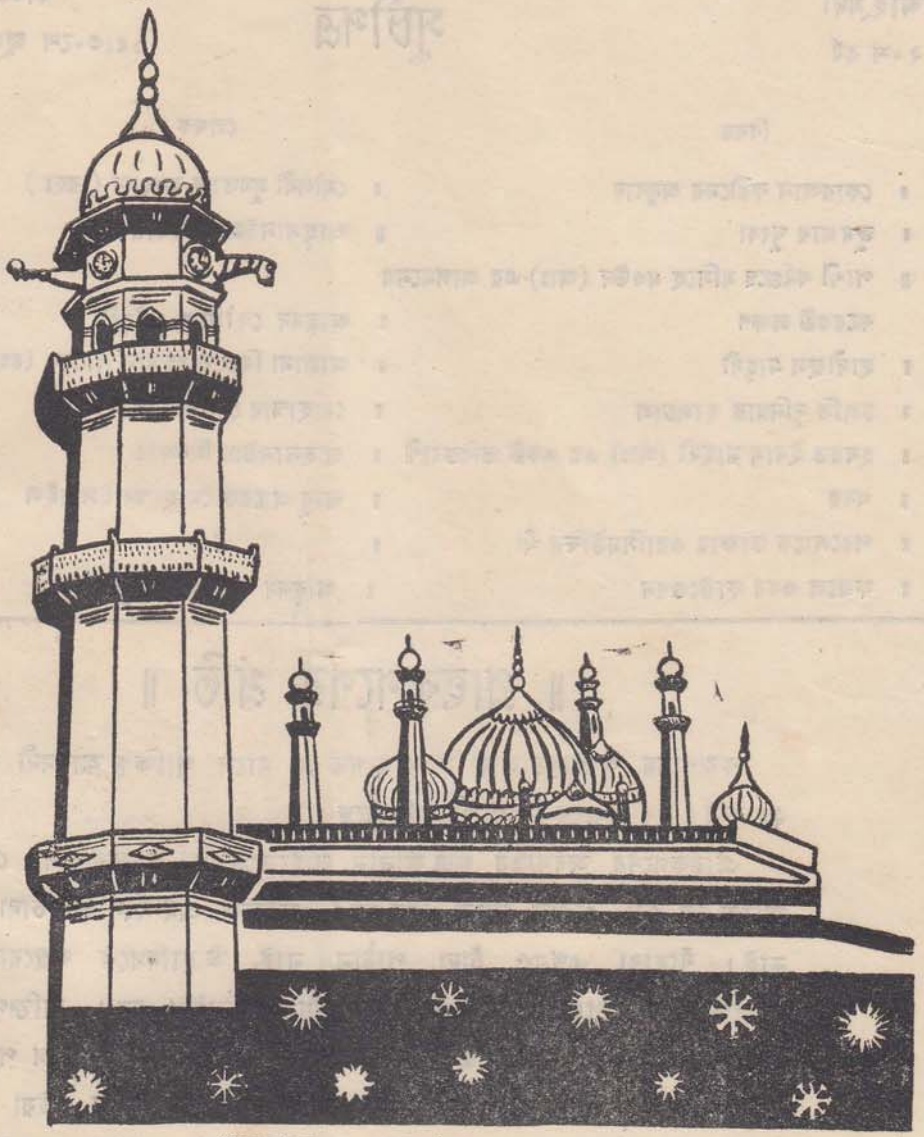

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৫।৬ষ্ঠ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫।৩০শে জুলাই, ১৯৬৬	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৫।৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৫।৩০শে জুলাই, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৬৭
॥ জুমআর খুৎবা	॥ আহ্‌সানউল্লা সিকদার	॥ ৬৯
॥ পার্শী ধর্মগ্রন্থে মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আগমনের কয়েকটি লক্ষণ	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৭৬
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)	॥ ৭৭
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৯৩
॥ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী	॥ আহসানউল্লা সিকদার	॥ ৯৫
॥ খবর	॥ আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল	॥ ১০৩
॥ পরলোকে ডাক্তার ওয়াসিমউদ্দিন খাঁ	॥ ঐ	॥ ১০৫
॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন	॥ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	॥ ১০৬

॥ গ্রাহকগণের প্রতি ॥

করুণাময় আল্লাহ্‌তালার করুণায় গত মে মাসে পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকা ২০ বর্ষে [নব পর্যায়ে] পদার্পন করিয়াছে।

গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইহার বৎসর মে মাসে আরম্ভ হয় এবং এপ্রিল মাসে শেষ হয়। অনেকে এই বৎসরের চাঁদা পাঠান নাই। যাঁহারা এখনও চাঁদা পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে টাকার জন্য পত্র লিখা সম্ভব নয়। V.P.P. যোগে পাঠাইলে গ্রাহক অনেক সময় গ্রহণ করেন না, ফলে আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। আর যাহারা গ্রহণ করেন তাহাদিগকে ৫৲ (পাঁচ টাকা) ছাড়াও V.P.P. খরচ দিতে হয়। ইহা তাহাদের অতিরিক্ত খরচ।

অতএব যাহারা আহ্‌মদী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক, তাঁহারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। চাঁদা ম্যানেজার আহ্‌মদী, ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—১। ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ১৫।৩০শে জুলাই : ১৯৬৬ সন : ৫।৬ষ্ঠ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৮শ রুকু

১৪৯। এবং মুসার জাতি তাহার (তুর পর্বতে) চলিয়া যাওয়ার পর, তাহাদের অলঙ্কারগুলি দ্বারা একটি গোবৎসের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নিল। উহা হইতে গরুর (ডাকের তুল্য) শব্দ বাহির হইত। তাহারা কি দেখে নাই যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলিত না

এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইত না। (তবুও) তাহারা উহাকে (নিজেদের) উপাস্য করিয়া নিল এবং (ইহাতে) তাহারা মহা-পাপী হইয়া গেল।

১৪০ ॥ এবং যখন তাহারা অনুতপ্ত হইল এবং দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়াছে; বলিল: যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর দয়া না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

১৪১ ॥ এবং যখন মুসা তাহার জাতির নিকট ক্রোধ ভরে আক্ষেপ সহকারে প্রত্যাবর্তন করিল, বলিল: আমার চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা অতি জঘন্যভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশ আগমনের পূর্বেই সত্বরতা (সহকারে এমন একটা কাণ্ড) করিয়া ফেলিলে? এবং সে ফলকগুলি নামাইয়া রাখিল এবং তাহার ভ্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া নিল। সে (হারুন) বলিল: হে আমার মায়ের ছেলে! নিশ্চয় লোকগণ আমাকে নগন্য মনে করিয়াছে এবং (বেশী বাড়াবাড়ি করিলে) তাহারা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত ছিল। অতএব তুমি আমার প্রতি শত্রুদিগকে হাসাইও না। এবং আমাকে সীমা লঙ্ঘনকারীদের পর্যায়ে ফেলিও না।

১৪২ ॥ সে (মুসা) বলিল: হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং তোমার অনুগ্রহের মধ্যে আমাদিগকে স্থান দাও এবং তুমি অনুগ্রহকারীদের শ্রেষ্ঠতম।

(ক্রমশঃ)

★

মোহাম্মদের (সাঃ) এমন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল যাতে লোকেরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। ফলে তাঁর ডাকে দলে দলে লোক এসে জমতে লাগলো এবং অল্প দিনের মধ্যেই এমন এক সম্প্রদায় গড়ে উঠল যারা অল্প ক' বছরের মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলন করলো। এবং পৃথিবী থেকে নাস্তিকতা তথা মিথ্যা খোদাদের মুছিয়ে দেবার ব্রত নিলো। মুসা এবং ইসার অনুসৃতের দল পনের শত বছরে যতটুকু না তাদের ধর্মকে বিস্তার করতে পেরেছে এরা শুধু পনের বছরে তা করে ফেলল। এবং এই সমুদয় উন্নতির একমাত্র কারণ মোহাম্মদের (সাঃ) মহান ব্যক্তিত্ব।

—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

জুমআর খুৎবা

[হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ইং তারিখের খুৎবার অনুবাদ]

কোরআন করীম এমন এক শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত, যাহা শিক্ষা করিবার এবং শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে অসাধারণ মনোযোগ এবং বিশেষ চেষ্টা প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার অধীনে সমস্ত আহ্মদীকে কোরআন করীম নাজেরা, অতঃপর ইহার তর্জমা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হউক।

আমাদের সহস্র সহস্র এমন রেজাকারেরও প্রয়োজন, যাহারা কোরআন করীম শিক্ষা দিবার জন্য নিজ সময়ের একাংশ ওয়াক্‌ফ্ করেন।

বন্ধুগণ নিজ নিজ প্রাণ, নিজ নিজ বংশধর এবং নিজ নিজ ঘরের প্রতি দয়া করতঃ এই কার্যের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেনঃ প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ এই ছিল যে, তাঁহারা কোরআন করীমকে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলেন, যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার ইহার ছিল। আল্লাহ্‌তালা মুসলমানগণের জন্য একটি কামেল কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, এবং মুসলমানগণও ইহার যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়াছেন। অনেকে ইহা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, এবং ইহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু চেষ্টাই করেন নাই, বরং ইহা বুঝিবার জন্য প্রত্যেকটি সম্ভবপর তদবির করা ব্যতীত দোয়া দ্বারাও সাহায্য লইয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা আপন প্রতিপালক হইতে কোরআন করীমের জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এই নিয়তে শিক্ষা করিয়াছেন, যেন ইহার ফলে তাঁহারা খোদাতা'লার ফজল লাভ করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, খোদাতা'লা এই কেতাব তাঁহাদের আমল করিবার জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যদি তাঁহারা ইহার উপর আমল করেন, তবে তাঁহারা এই দুনিয়াতেও খোদাতা'লার ফজল এবং রহমত হাসিল করিবেন, এবং পরকালেও ইহার উত্তরাধিকারী হইবেন। তাঁহারা যখন কোরআন করীমের বদৌলতে, যাহা অতিশয় শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ গ্রন্থ এই দুনিয়াতেও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব হাছিল হইয়াছিল। আপন ত আপনই, অন্য জাতিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, ইহারা শ্রেষ্ঠতম জাতি। তাঁহারা কোরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করিয়াছেন। ইহার ফলে কোরআন করীমের উচ্চতার বদৌলতে তাঁহাদেরও উচ্চতা হাসিল হইয়াছিল। তাঁহারা এত অধিক উচ্চতা হাসিল করিয়াছিলেন যে, আকাশের নক্ষত্ররাজির উচ্চতাও তাঁহাদের উচ্চতার মোকাবেলায় নগণ্য বলিয়া প্রতিয়-

মান হইতেছিল। তাঁহারা এত উর্ধে পৌছিয়াছিলেন, যেখানে মানুষের জাগতিক বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে না। তাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয় হাসিল করিয়াছিলেন, যাহা মানুষ আপন চেষ্টা প্রচেষ্টা, আপন বুদ্ধি এবং আপন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হাসিল করিতে পারে না। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে ইহাই পতিত হয় যে, কোরআন করীমের উপর আমলকারীগণ জিবীকা নির্বাহে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা ইহা দ্বারাই দুনিয়ার নেতা হইয়াছেন, এবং ইহারই বদৌলতে দুনিয়ার ওস্তাদ এবং দুনিয়ার প্রিয় হইয়াছেন। ইহা এইজন্য হইয়াছিল যে, কোরআন করীম তাঁহাদের স্বভাব চরিত্রে এমন পরিবর্তন আনায়ন করিয়াছিল, আর ফলে দুনিয়া তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পরন্তু তিন শতাব্দী পর মুসলমানগণ মনে করিলেন যে, কোরআন করীম হইতে যাহা হাসিল করিবার ছিল তাহা তাঁহারা হাসিল করিয়াছেন। কোরআন করীম হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবার ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আর তাহাদের কোরআন করীম পাঠ করিবারও প্রয়োজন নাই, এবং ইহা বুঝিবারও প্রয়োজন নাই। ঐ অপক্ক বুদ্ধি এবং জাগতিক বিচক্ষণতা, যাহা তাহাদিগকে শুধু ঐশ্বরিক পয়গাম বুঝিবার সহায়ক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। উহার উল্টা তাঁহারা কোরআন করীমকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু ঐ গুলির প্রতি নির্ভর করিলেন।

তখন খোদাতা'লা ঐ দৃশ্যও প্রদর্শন করিলেন যে, ঐ জাতি, যে জাতি সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং দুনিয়ার জাতি সমূহ দ্বারা আপন প্রাধান্য স্বীকার করাইয়াছিলেন, বেইজ্জতির গর্তে পতিত হইলেন, এবং এত অধিক অসম্মানিত ও অপমানিত হইলেন যে, "আল আমান ওয়াল হাফীয।"

অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা একমাত্র আপন ফজল দ্বারা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করিয়া আমাদিগকে কোরআন করীমের সহিত পরিচয় করাইয়াছেন। হুজুর (আঃ) আমাদিগকে কোরআন করীমে প্রাপ্ত যাবতীয় সৌন্দর্যের জ্ঞান পৌঁছাইয়াছেন। পরন্তু হুজুর (আঃ) বলেন ঃ—প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের জ্যোতিঃ কোরআনের শোভা ও সৌন্দর্য। অন্যের চাঁদ হইল "কমর" কিন্তু আমার চাঁদ কোরআন করীম।" (কমর শব্দের অর্থ চাঁদ—অনুবাদক)। কোরআন করীমের সৌন্দর্য এবং ইহার প্রাণমুগ্ধকরী শিক্ষা দ্বারা একজন মুসলমান স্বীয় জিন্দেগীর জ্যোতিঃ আহরণ করেন। আমরা ইহা সম্যকরূপে অবগত আছি যে, যেদিকেই আমরা যাইনা কেন, যে পর্যন্ত আমাদের হস্তে কোরআন করীমের আলোক বর্তিকা না থাকিবে, যে পর্যন্ত ইহার জ্যোতিঃ আমাদের পথ প্রদর্শক না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা সত্যতা এবং বোলন্দীর রাস্তায় পদক্ষেপ করিতে পারিব না। কোরআন করীমের জানালা বহু কাল পর আমাদের জন্য দ্বিতীয়বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কোরআন করীম হইতে বহু মূল্যবান মণি মুক্তা ও জওয়াহেরাত বাহির করিয়া আমাদের সামনে পেশ করিয়াছেন। এখনও যদি আমরা ইহার কদর না করি, তবে আমাদের ন্যায় বদ্‌বক্ত জাতি আর কেহই হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন, কোরআন করীমের জ্ঞান শুধু স্বয়ং অর্জন করাই নহে, বরং অন্যকেও ইহা দান করা। যদি আমরা কোরআন করীমকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করি, এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, ইহার জ্ঞান ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইবার নহে, তবে ইহার প্রতি আমরা যত অধিক চিন্তা ভাবনা করিব, যত কাকুতি মিনতির সহিত খোদাতা'লার সামনে অবনত হইব, তত অধিক জ্ঞান কোরআন করীম হইতে হাসিল হইবে এবং হইতে থাকিবে; ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এই মহা নেয়ামতকে নষ্ট

হইতে না দেওয়া আমাদের ফরজ, যেন এই অন্ধকার রাত্রি যাহা ইসলামের উপর অতিবাহিত হইয়াছে উহা ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত না আসে।

হযরত খলীফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ) বারবার আমাদের মনোযোগ এইদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং অতীব দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, আমরা কোরআন করীম শিক্ষা করিবার এবং শিক্ষা দিবার প্রতি মোটেই মনোযোগ দিতেছি না। আমিও আপনাদের মনোযোগ এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, কোরআন শিক্ষা করুন, কোরআনের জ্ঞান লাভ করুন, অতঃপর সন্তানগণকে ইহা শিক্ষা দিন যেন এই নেয়ামত আমাদের এক পুরুষ হইতে পরবর্ত্তী পুরুষে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এবং ঐ বোলন্দী যাহা আমাদের এক পুরুষ প্রাপ্ত হয়, আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষ উহা হইতেও বোলন্দ হইতে থাকে, এবং কোরআন করীমের জ্ঞান তাহারা অধিক হইতে অধিক প্রাপ্ত হইতে থাকে। কোরআন করীমকে এত অধিক ভালবাসুন যে, এইরূপ ভালবাসা দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর প্রতি না থাকে।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি, জামাত এই দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতেছে না। জামাত পূর্বেও অলসতার শীকারে পরিণত হইয়াছিল, এবং এখনও সীমাবদ্ধ অলসতার শীকারে পরিণত রহিয়াছে। এইজন্য আমাদের কোন কার্যকরী পদক্ষেপের প্রয়োজন।

আমি মনে করিয়াছি যে, একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে জামাতের বালক-বালিকা ও জওয়ানগণকে কোরআন করীম নাজেরা শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর ইহার তর্জমা এবং অনুবাদ শিক্ষা দেওয়া। কোরআন করীম পড়িবার এবং পড়াইবার ব্যাপারে শহুরে জামাতে গাফলতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম্য জমাতেও হয়ত অধিকাংশ এইরূপ, যাহারা এই দিকে মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন।

পরন্তু কিছুদিন পূর্বে লাহোরের আহ্‌মদীয়া জামাতের জনৈক বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছেন যে, আমাদের হালকার জামাতে অনেক আহ্‌মদী বাচ্চা এমন আছে, যাহারা কোরআন নাজেরাও পাঠ করিতে জানে না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের এই অবস্থা অতিশীঘ্র পরিবর্ত্তন করা দরকার, এবং ইহা আমাদের প্রাথমিক ফরজ।

এই ব্যাপারে আমি যে প্রাথমিক পরিকল্পনা জামাতের সামনে পেশ করিতে করিতে চাই তাহা এই যে, লাহোরের আহ্‌মদীয়া জামাতের বাচ্চাগণকে কোরআন করীম নাজেরা শিক্ষা দিবার কাজ মজলিশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া করিবেন। করাচী জামাতের বাচ্চাগণকে কোরআন করীম নাজেরা পড়াইবার কাজ আমি মজলিশ আনছারউল্লার প্রতি সোপর্দ্দ করিতেছি। শিয়ালকোট জিলার গ্রাম্য জামাতে এই কাজ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া করিবেন। ঝং জিলাতে যে সমস্ত গ্রাম্য জামাত আছে, ঐ সমস্ত জামাতের বাচ্চাগণকে কোরআন করীম নাজেরা পড়াইবার কাজ মজলিশ আনছার উল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ্দ করা যাইতেছে, ঐ জামাতগুলিতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্বন্ধে নাজারতে ইসলাহ্‌ ও ইরশাদকে বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের চেষ্টা এই হওয়া চাই যে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে যেন আমাদের মধ্যে কোন বাচ্চা এমন না থাকে, যে বাচ্চা কোরআন করীম নাজেরা পাঠ করিতে পারে না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জামাতকে এই সম্বন্ধে অতিশয় মনোযোগ প্রদান করিতে হইতে এবং এই জন্য খুবই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অতীব জোরের সহিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরই এই কাজে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই পরিকল্পনা সফলকাম করা নেহায়েৎ দরকার। যদি আমরা এলাহী সিলসিলা হিসাবে নিজেদের মধ্যে

এই নেয়ামৎ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই, যে নেয়ামৎ আল্লাহ্‌তা'লা শুধু আপন রহমানিয়াতের অধীনে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর বদৌলতে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। তবে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আমাদিগকে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা সংশ্লিষ্ট নাজারত প্রস্তুত করুন, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আমার নিকট পেশ করুন। অর্থাৎ যে হাল্‌কা মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়াকে প্রদত্ত হইয়াছে, যে সমস্ত জামাত মজলিশ আনছার উল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ্দ করা হইয়াছে, বাকী জামাত যাহা ইস্‌লাহ্‌ ও ইরসাদের প্রতি সোপর্দ্দ করা হইয়াছে, এই সমস্ত জামাতে তাঁহারা কি কি প্রকারে কার্য পরিচালনা করিবেন, এই সম্বন্ধে স্ব স্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন এবং পরিকল্পনায় তফসিল এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সামনে পেশ করুন। এই সমস্ত বিভাগকে এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা এই কাজে প্রথম বৎসরই শতকরা একশত ভাগ না হউক অন্ততঃ পক্ষে ৯০ ভাগ সফলতা লাভ করিতেই হইবে। কেননা, যে সমস্ত বাচ্চা মেধাবী, তাহারাত ছয় মাসের মধ্যে, বরং কোন কোন বাচ্চা আরও অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন করীম নাজেরা পড়িয়া ফেলিবে। যদি ঠিকমত কায়দা ইয়াছছারনাল কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বাচ্চাদের জন্য কোরআন করীম নাজেরা পাঠ করা কঠিন নহে।

আমি ইহা শ্রবণে খুবই আশ্চার্যন্বিত হইয়াছি যে, আমাদের কলেজেরও অনেক ছাত্র কোরআন করীম পাঠ করিতে জানে না। যদি ইহা সত্য হয় যে, কতিপয় ছাত্র কোরআন করীম দেখিয়াও পাঠ করিতে জানে না। অথবা ইহাদের অনেকে কোরআন করীমের তর্জমা জানে না। তবে তাহাদের চিন্তা করা কর্তব্য যে, যদি কোরআন করীমের সহিত তাহাদের সম্পর্ক না থাকে, এবং যদি তাহারা কোরআনী জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকে, তবে তাহারা জাগতিক জ্ঞান অর্জন করিয়া কি পাইবে? দুনিয়ার সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ, বরং কোটি কোটি নাস্তিক দুনিয়ার এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত ছাত্র দেখুক যে, এই সমস্ত জাগতিক বিদ্যা দুনিয়াকে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে। পারলৌকিক জীবনত বাদ দাও। এই বিদ্যা দুনিয়াকেও ধ্বংশের দিকে লইয়া যাইতেছে। তাহারা দেখুক যে, অবশেষে এই সমস্ত জাগতিক বিদ্যা দ্বারা দুনিয়া কোন্ নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য লাভ করিতেছে। আজ দুনিয়ার সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে যে, যে ভাবে ইহা ব্যবহার করিতেছি, উহা মানুষকে মঙ্গলের দিকে নহে, বরং ধ্বংশের দিকে লইয়া যাইতেছে।

মোট কথা, আমাদের কলেজের ছাত্র হওয়া এবং কোরআন করীম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা, ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়। ইহা সত্য কথা যে, এত বড় কাজের জন্য কতিপয় মুরব্বি অথবা মোয়াল্লেম, অথবা মজলিশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আনছার উল্লাহ্‌র কতিপয় কর্মকর্তা যথেষ্ট নহে। এই অল্প সংখ্যক লোক এত বড় কাজ সঠিক ভাবে করিতে পারে না। ইহার জন্য আমাদের ওস্তাদের প্রয়োজন। আমাদের শত শত নহে, বরং সহস্র সহস্র এমন রেজাকারের দরকার, যাহারা আপন সময়ের একাংশ কোরআন করীম নাজেরা পড়াইবার জন্য, অথবা যেখানে তর্জমা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, সেখানে তর্জমা শিক্ষা দিবার জন্য দান করেন। যেন এই গুরুত্ব পূর্ণ কাজ শীঘ্র এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

আমি জামাতকে পুনরায় সাবধান করিতেছি যে, ঐ নেয়ামৎ, যাহা কোরআন করীমরূপে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বদৌলতে আপনারা দ্বিতীয়বার

প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা যদি উত্তরাধিকারী সূত্রে আপনাদের সন্তানগণ লাভ না করেন তবে আপনারা আপনাদের জীন্দেগী পূর্ণ করতঃ আনন্দের সহিত এই দুনিয়া হইতে বিদায় নিতে পারিবেন না। আপনারা যখন দেখিবেন যে, খোদাতা'লার ফজলের কোষাগার, অর্থাৎ কোরআন করীম, যাহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন উহা হইতে আপনাদের সন্তানগণ বঞ্চিত, তখন আপনারা মৃত্যুর সময় কি আনন্দ লাভ করিবেন? আপনারা এই ভাবাবেশের সহিত এই দুনিয়া পরিত্যাগ করিবেন যে, হায়! আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশও যদি এই নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হইত যাহা আপনারা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আপনারা আপন প্রাণের প্রতি দয়া করুন। আপন সন্তানগণের প্রতি দয়া করুন। আপন খান্দানের প্রতি দয়া করুন। অতঃপর ঐ সমস্ত ঘরের প্রতিও দয়া করুন, যে সমস্ত ঘরে আপনারা বাস করিতেছেন। কেননা, কোরআন করীম ব্যতীত আপনাদের ঘর বরকত শূণ্য থাকিবে।

প্রত্যেক আহমদীর ঘর এমন হইতে হইবে যে, ঐ ঘরের যতজন কোরআন করীম পাঠ করিতে পারে প্রাতঃকালে ইহা তেলাওৎ করিবে। কোন ঘরে যদি ১০ জন লোক থাকে এবং মাত্র একজন কোরআন পড়িতে জানে, এবং বাকী নয় জন না জানে, তবে আপনারা এই নেয়ামতের ১/১০ এক দশমাংশ লাভ করিলেন। জাগতিক ব্যাপারে কিন্তু আপনারা পূর্ণ অংশ লাভ করিবার জন্য ব্যাস্ত। যেরূপ আপনারা ইহা কখনও পছন্দ করিবেন না যে, আপনাদের নির্দিষ্ট বেতনের এক দশমাংশ পান। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও এই একই কথা।

মোট কথা, আপনারা যে কার্যেই হস্তক্ষেপ করুন না কেন, ঐ কার্যেই আপনারা পূর্ণ সফলতা লাভের প্রত্যাশী। আপনারা একমাত্র পাগল ছাড়া অন্য কোন লোকই এমন পাইবেন না, যে ব্যক্তি কাজ করে, অথচ অন্তরে শুধু এই আকাঙ্খা পোষণ করে যে, আমি এই কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করিব না, বরং ১/১০ এক দশমাংশ লাভ করিব এবং দশ ভাগের নয় ভাগ অকৃতকার্য থাকিব। দুনিয়াতে যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তরে এই আকাঙ্খা পয়দা হয় না যে, সে তাহার কাজে ১/১০ সফলতা লাভ করুক এবং ৯/১০ অংশ অকৃতকার্য থাকুক। তবে আপনারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কেমন করিয়া ইহা সহ্য করিতে পারেন যে, আপনাদের ঘরে কোরআন করীমের বরকতের ১/১০ অংশ নাজিল হউক এবং ৯/১০ অংশ হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকেন।

সুতরাং আপনারা নিজ নিজ প্রাণ, নিজ নিজ বংশ এবং নিজ নিজ ঘরের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অতি শীঘ্র এই দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনাদিগকে রেজাকার হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য পেশ করুন এবং চেষ্টা করুন যেন শহরে হউক, যা গ্রামে হউক, প্রত্যেক জামাত এক বৎসরের মধ্যে এই কার্যের অধিকাংশ পূর্ণতায় পৌঁছান এবং ২।৩ বৎসরের মধ্যে এই দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় যে, কোন আহ্‌মদী এমন নাই, যে আহ্‌মদী কোরআন করীম নাজেরা পড়িতে না জানে এবং অধিকাংশ আহমদী এমন, যাহারা কোরআন করীমের তর্জমা জানেন। যে পর্যন্ত আমরা এই কার্যে সফলকাম না হইব, ঐ পর্যন্ত আমাদের কোন প্রকার জাগতিক উন্নতি হইতে পারে না এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও আমরা সম্মানিত হইতে পারিব না। কেন না, আসমানী কল্যাণের উৎস আমরা আমাদের জন্য বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর আমরা ঐ চিরস্থায়ী পানি কোথা হইতে লাভ করিব যাহা এক মাত্র কোরআন করীম হইতে লাভ করা যাইতে পারে?

সুতরাং কোরআন করীমের সম্মান করুন। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আপন হৃদয়ে এবং আপন পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। ইহার বোলন্দী পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নিজকে উপযুক্ত করুন। যদি আপনারা এইরূপ

করেন, তবে আপনারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের ন্যায় নক্ষত্র রাজি হইতেও অধিক বোলন্দ হইতে থাকিবেন। আপনারা খোদাতা'লার সন্তুষ্টি হাসিলকারী হইবেন। খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের দ্বার আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে। তাঁহার সন্তুষ্টির জান্নাত আপনারা প্রাপ্ত হইবেন। কোরআন করীমকে ভালবাসার ফলে খোদাতা'লা আপনাদিগকে ভালবাসিতে থাকিবেন।

আমরা যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের দাবী করি, তখন ইহার অর্থ এই হয় যে, হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতকে অন্য যাবতীয় মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি। আমরা হুজুর (সাঃ) আনীত শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি আমরা এইরূপ না করি, তবে আমাদের মহব্বতের দাবী ফাঁকা দাবী বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা মুখেত হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের দাবী করিয়া থাকি। কিন্তু কার্যতঃ যদি হুজুর (সাঃ)-এর কোন হেদায়েতের উপর আমল করিতে প্রস্তুত না থাকি, তবে দুনিয়া আমাদের এই দাবী স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। খোদাতা'লার দৃষ্টিতেও আমাদের দাবী গ্রহণীয় হইবে না। কেন না হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের দাবীর অর্থই এই যে, আমরা হুজুর (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি ইঙ্গিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত। যেখানেই হুজুর (সাঃ)-এর কোন অভিলাস দৃষ্টি গোচর হউক না কেন, আমরা উহা পূর্ণ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত। আমাদের এই দরকার নাই যে, হুজুর (সাঃ)-এর এই আদেশের হেকমত আমাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করান হউক। ইহার ফিলসফি আমাদের সামনে রক্ষিত হউক। ইহার উপকারীতা আমাদিগকে অবগত করান হউক বা ইহার অপকার হইতে রক্ষা পাইবার প্রতিষেধকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হউক। আমাদের জন্য শুধু এত টুকুই যথেষ্ট হউক যে, ইহা হুজুর (সাঃ)-এর আদেশ। এই আদেশ পূর্ণ করিতে যদি আমাদের প্রাণও কোরবান করিতে হয়, তবুও ইহা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত। কেননা, ইহাই মহব্বতে তাগিদ। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, সে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মহব্বত করে। কিন্তু হুজুর (সাঃ)-এর কোন কথা মানিবার জন্য প্রস্তুত নহে। তবে আপনারা তাহাকে পাগল বলিবেন। দুনিয়া তাহার মহব্বতের দাবী স্বীকার করিবে না। কেননা, হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের অর্থই এই যে, আমরা হুজুর (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি আশা এবং আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার জন্য নিজের সব কোরবান করিবার জন্য প্রস্তুত।

সুতরাং, আমরা যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি মহব্বতের দাবী করি, তখন আমাদিগকে হুজুর (সাঃ)-এর যাবতীয় আশা আকাঙ্খাও পূর্ণ করিতে হইবে। হুজুর (সাঃ) আমাদের নিকট কি কামনা করিয়াছেন? আমাদের নিকট এই কামনাই করিয়াছেন যে, আমরা যেন কোরআন করীমের উপর ঐরূপ আমলই করি, যেরূপ আমল হুজুর (সাঃ) স্বয়ং করিয়া দেখাইয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, হুজুর (সাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, كان خلقه القرآن (মছনদ আহমদ ইব্‌নে হম্বল, জিঃ ৬, পৃঃ ৯১)

হুজুর (সাঃ)-এর চরিত্র সম্বন্ধে অবগত হইতে চাহিলে কোরআন করীম পাঠ করুন। হুজুর (সাঃ)-এর পূর্ণ জীবনী কোরআন করীমেরই কার্যকরী চিত্র স্বরূপ। কোরআন করীম যাহা কিছু বলিয়াছে; হুজুর (সাঃ) তাহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ হুজুর আপন বাক্য দ্বারাও হেদায়েত করিয়াছেন, এবং আপন আমল দ্বারাও হেদায়েত করিয়াছেন। মোট কথা, হুজুর (সাঃ)-এর সারাটা জীবনের সাঁচের মধ্যে আমাদের জীবন প্রবেশ

করানই হইল হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের তাগিদ।

সুতরাং যদি আপনারা আপনাদের দাবীতে অকৃত্রিম হইয়া থাকেন, ইহাতে আপন আত্মা এবং খোদাতা'লাকে ধোকা না দিয়া থাকেন, তবে আপনাদের প্রয়োজন কোরআন করীমকে বুঝা এবং ইহার উপর আমল করা। নিজ নিজ সন্তান এবং ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের দায়ীত্ব আপনাদের উপর রহিয়াছে, ঐ সমস্ত লোককে কোরআন করীম শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদিগকে এমন উপযুক্ত করা যেন তাহারা কোরআন করীমের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয়। এবং তাহাদের এমন তরবিয়ত করা যে, যখনই কোরআন করীমের আওয়াজ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন দুনিয়ার কোন শক্তি ঐ আওয়াজে লাব্বায়েক বলার মধ্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হইতে না পারে। যদি আমরা আমাদের এই ফরজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপন করাতে সফলকাম হই, তবে খোদাতা'লার ফজল এবং রহমত যেখানে আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইবে, সেখানে উহা আমাদের বংশধরগণের প্রতিও অবতীর্ণ হইবে। আর যদি আমাদের পরবর্তী বংশ ও তাহাদের দায়ীত্ব এই ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে, যেরূপ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য এবং তাহারাও এই ভাবেই এই দায়ীত্ব পালন করে, যেরূপ আমাদের পালন করা কর্তব্য, তবে আল্লাহ্‌তা'লার ফজল, তাঁহার রহমত এবং তাঁহার নেয়ামত বংশ পর্যায় ক্রমে আহ্‌মদীয়তের মধ্যে জারী থাকিবে। খোদা করুন যেন এমনই হয়। খোদা করুন যে, আমাদের হৃদয়ে কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হয়। অতঃপর এমন ভাবে কায়েম হয় যে, আমরা নিজেরা ও ইহার উপর আমলকারী হই এবং আমাদের সন্তানগণকেও এমন ভাবে তরবিয়ত করি যে, তাহারাও কোরআন করীমের প্রতি আশেক হয়, ইহার প্রতি আপন প্রাণ উৎসর্গকারী হয় এবং ইহার হেদায়েত মোতাবেক জীবিকা নির্ব্বাহকারী হয়। আমীন। (আল-ফজল ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ইং)

অনুবাদকঃ—আহসান উল্লাহ্‌ সিকদার

★

ময়মনসিংহ জিলার বীরপাইকশা নিবাসী এবং তথাকার আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাশিম উদ্দীন আহমদ সাহেবের ৮ম কন্যা জনাবা দিলশাদ বেগমের শুভ-বিবাহ ২৯০০.০০ (উনত্রিশ শত টাকা) দেন মোহরে দিনাজপুর জিলার পৌরিয়া নিবাসী জনাব মীর্যা রমজান আলী সাহেবের ১ম পুত্র মীর্যা ওয়াজেদ আলী সাহেবের [বি. এ. (অনার্স) ২য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়] সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

বিবাহ পড়াইয়াছেন স্থানীয় আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আবদুস হাকিম সাহেব। বিবাহে মধ্যস্ততা করিয়াছেন ভাতগাঁ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুর রহমান সাহেব।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবেন।

পার্শী ধর্মগ্রন্থে মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আগমনের কয়েকটি লক্ষণ

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

পার্শী ধর্মগ্রন্থে শেষযুগে এক প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আগমণ সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এই মহামানবকে কোথায়ও 'সুস্তান' এবং কোন কোন গ্রন্থে 'মসিও দার বহরমী' নামে অবিহিত করা হইয়াছে। 'যেন্দ আবেস্তার' একটি শ্লোকে তাঁহার নাম 'আহ্‌মদ' হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—

নইদ তি আহ্‌মদ দ্রাগোয়্যাতিম
ফ্রাম রুয়ামী স্পীতম যুরাথাস্ত্রা
ইয়াম দাহমাম ভানজিমা ক্রিতিম
ইউনাদ হাকা হাহি হুমানান গাদ
ভাকনগাদ হুশায়েন্ত নাদ হুদায়েনাদ।

অর্থাৎ—"আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পীতম, যুরাথাস্ত্রা, পবিত্র আহ্‌মদ নিশ্চয় আগমন করিবেন, যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য, সৎ-কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

[জেন্দ-আবেস্তা, অনুবাদ—Max Muller. ১ম খণ্ড ; পৃঃ ২৬০]

সুস্তনামা সাসান পনজম ৩১, ৩২ ও ৩৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আরবীর ধর্মের যখন ১০০০ বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন মতভেদের ফলে এই ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) এমনই বিকৃত হইয়া যাইবে যে, যদি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে এই ধর্ম দেখান হয় তাহা হইলে তিনি ইহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। আর তুমি ইরানবাসীদের এই রূপ অবস্থা দেখিবে যে, তাহাদের নিকট হইতে কোন জ্ঞান মূলক কথা শ্রবণ করিবে না। এবং কেহ যদি জ্ঞানের কথা বলে তাহা হইলে অন্যেরা তাহার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া দিবে। লোকদের এইরূপ মন্দকর্মের ফলে কিশাহ অর্থাৎ শাহে বহরম তুল্য এক পবিত্র পুরুষের ইরানীদের মধ্যে আবির্ভাব হইবে। যরথস্তকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, শাহে বহরমের আগমণের কিছু লক্ষণাবলী বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলিলেন, 'যখন তোমরা আকাশে লোককে উড়িতে দেখিবে, বিনা তৈলে প্রদীপ জ্বলিতে দেখিবে এবং ঘোড়া ব্যতীত গাড়ীগুলি চলিতে দেখিবে তখন জানিও বহরমের আগমন হইয়া গিয়াছে। তোমরা পাগলের ন্যায় তাঁহাকে তালাশ করিও নিশ্চয়ই পাইবে।" (উর্দু ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সংখ্যা দেখুন)।

উপরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। হাজার বৎসর পর ইসলামের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা দিয়াছে। ফলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রকৃতরূপ আজ আর কোথায়ও দেখা যায় না। মৌলবী মৌলানা এবং পীর ফকিরদের হস্তক্ষেপের ফলে এক ইসলামের নামে আজ অসংখ্য বেদাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইরানীদের মধ্য হইতে ধর্মীয় জ্ঞান উধাও হইয়া গিয়াছে। এরোপ্লেন আবিষ্কার হওয়ায় মানুষ আকাশে উড়িয়াছে। ইলেকট্রিক শক্তির ফলে বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলিয়াছে। রেলগাড়ী ও মোটর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঘোড়া ব্যতীতই গাড়ী চলিতেছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইল তখন ইরান বংশীয় এক পবিত্র পুরুষ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রতিশ্রুত মহা পুরুষ হওয়ার দাবী করিলেন। অসংখ্য পবিত্র চেতা লোক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

'গাথা' নামক গ্রন্থে আছে যে, 'যুগান্তে ধ্বংস এবং চির অন্ধকার হইতে, অথান্ত এবং মহা পাপ হইতে একমাত্র পূণাত্মাগণই রক্ষা পাইবে।" (ইয়াছনা)।

অনন্তর সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রভু আল্লার জন্য।

★

॥ হাদীসুল মাহ্‌দী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৌলানা সাহেবের এদিক ওদিক

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

يوشك ان ياتى الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى علماءهم شر من تحت اديم السماء منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود — (رواه البيهقى)

"অচিরে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যে, ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না—কোরআনের লিখা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না; তখনকার মসজিদগুলি খুব আবাদ হইবে; কিন্তু উহাতে প্রকৃত হেদায়েত থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহাদের মধ্য হইতেই ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে তাহাদেরই মধ্যে ঝগড়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" (বয়হাকী)।

আমাদের দাবী এই যে, বর্ত্তমান যুগই সেই যুগ যাহার সম্বন্ধে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) উপরে উল্লিখিত হাদীসে মানুষকে সতর্ক করিয়াছেন। বর্ত্তমান জমানার ওলামা, ওয়ায়েজ, সাহিত্যিক ও কর্মী তাহাদের পুস্তকাদিতে, বক্তৃতা-মঞ্চে এবং মাসিক ও দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকায় বর্ত্তমান যুগের মোসলমানদের ইমান ও আমলের শোচনীয় অধঃপতনের ক্রন্দন করিতেছেন। যাহাদের প্রাণে সত্যিকার ইসলাম-প্রীতি ও খোদার-ভয় আছে তাহাদের পক্ষে মোসলমানগণের এহেন শোচনীয় অধঃপতনের যুগে ইমাম মাহদী মসিহে মওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দাবী আলোচনা করিতে গিয়া বহছ জিতিবার আগ্রহ ও প্রকৃত সত্য গোপন করিবার চেষ্টা যে নিতান্তই জঘন্য অপকর্ম, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। দুঃখের বিষয়, 'কাদিয়ানী-রদে'র লিখক মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব এরূপই করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি কোরআন শরীফই হযরত মসিহে মওউদের (আঃ) দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট। মৌলানা সাহেব প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিরাট পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ কোরান শরীফে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার যে-মাপকাঠি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই স্পর্শ করেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রেই কোরআনের ভাষায় বলিতে হয়—(ال عمران) نبذوا وراء ظهورهم "তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছে।"

এই শ্রেণীর আলেমদের অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্যই কোরআনের ভাষায় রসুলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌তালার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছেন—

يا رب ان قومى اتخذوا القرآن مهجورا (فرقان)

"হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার কোম এই মহিমান্বিত কোরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।"

মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব কোরআনে উল্লিখিত মাপ-কাঠি পেশ করা তাহার পক্ষে সুবিধা-জনক নহে দেখিয়া পরস্পর বিরোধী কতকগুলি হাদীসের রেওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই সমস্ত রেওয়ায়েতের আলোচনা করিয়াছি,

এবং আশা করি, পাঠকের নিকট এই কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এই সকল হাদীসও মৌলানা সাহেবের কোনই সাহায্য করে নাই.।

জ্ঞানীজন বলেন—الغريق يتشبث بالحشيش—"ডোববার সময় লোকে তৃণ খণ্ডকেই আঁকড়াইয়া ধরে।" মৌলানা সাহেবও কোরআন ও হাদীসে সুবিধা না পাইয়া ফতুহাতে মক্কিয়া, মকতুবাদে আহমদীয়া ও অবশেষে কেয়ামত-নামার পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের দিকে রুজু করিবার যিনি সাহস করেন নাই—হাদীসে যাহাকে মোটেই সাহায্য করে নাই—তাহার পক্ষে এই সমস্ত কিতাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, মৌলানা সাহেবকে—تا بخانه بايد رسانيد—তাহার ঘর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবার জন্য এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

ফতুহাতে মক্কিয়া

'ফতুহাতে মক্কিয়া' হযরত মুহিউদ্দিন-ইবনে-আরবীর একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতেও বহু সময়ের দরকার। এই বিরাট গ্রন্থ হইতে মৌলানা সাহেব এক সুদীর্ঘ এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কিতাবের কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন্ অধ্যায় ও কোন্ খণ্ড হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কি সাধু উদ্দেশ্যে মৌলানা সাহেব এইরূপ করিয়াছেন, আসল কিতাব খানা পাঠ করিলে তাহা অতি সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

মৌলানা সাহেব তাহার উদ্ধৃত এবারতের—যে বাক্যের তরজমা করিয়াছেন—'কেবল বিশুদ্ধ ইস্‌লাম ধর্ম্ম' বাকী থাকিবে" তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তি বাক্যেই হযরত ইবনে আরবী বলিয়াছেন :—

" اعداء مقلدة العلماء اهل الاجتهاد لما يروه من الحكم بخلاف ما ذهبت اليه ائمتهم

(فتوحات جلد ٣ - باب ٦٦)

"মুকাল্লেদ আলেমগণ ইমাম মাহ্‌দীর শত্রু হইবে, যেহেতু তাহারা দেখিতে পাইবে যে, ইমাম মাহ্‌দীর মীমাংসা তাহাদের ইমামদের মতের বিরুদ্ধে যাইতেছে।"

এই এবারত ও ইহার তরজমা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব বাদ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি হযরত ইবনে আরবীর ব্যক্তিগত অভিমত উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম মাহদী সম্বন্ধে যে সকল রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, হযরত ইবনে-আরবী প্রথমতঃ এইগুলি একত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পরে নিজস্ব অভিমত লিখিয়াছেন। হযরত-ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত বাদ দিয়া, ঐ সকল রেওয়ায়েতের সংগ্রহকে তাঁহার নিজের অভিমতরূপে উপস্থিত করা একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী আলেমের পক্ষে যে নিতান্তই হীন রুচির পরিচায়ক ও তাক্‌ওয়া পরহেজগারীর খেলাফ্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হযরত ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত এই :—

فاعلم اني على الشك من مدة اقامة هذا المهدي اماما في هذه الدنيا اني ما طلبت من الله تحقيق ذالك و لا تعيينه و تعيين حادث من حوادث الاكوان ان يعلمني الله به ابتداء لا عن طلب فاني اخاف ان يفوتني معرفتي به تعالى حظ في الزمان الذي اطلب فيه منه تعالى معرفة كون وحادث بل سلمت الى الله ملكه يفعل فيه ما يشاء ٭

"জানিয়া রাখ যে, আমি এই মাহ্‌দীর এই পৃথিবীতে ইমাম হইয়া আসার নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, কেন না আমি এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন তহকীক তলব করি নাই, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা জানিতেও চাহি নাই, এবং জগতের কোন ঘটনীয় ঘটনা সম্বন্ধে জানিতে চাওয়া আমার অভ্যাসও নয়, যদি না তিনি নিজ হইতে আমাকে কিছু জানাইয়া দেন। যেহেতু আমি ভয় করি যে, যে সময়

আমি এই সমস্ত ঘটনার ঘটনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য সময় ক্ষেপন করিব, সেই সময় আল্লাহ্‌র মারফতের দিক দিয়া ততটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইব; বরং আমি আল্লাহ্‌র রাজ্য আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দেই। তিনি তাঁহার রাজ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।"

(ফতুহাতে মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৬ অধ্যায়)।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ফতুহাতে মক্কিয়ার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা যে হযরত ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই উদ্ধৃত অংশই যথেষ্ট। কারণ ঐ উদ্ধৃত অংশে এমন কথা আছে যাহা হযরত ইবনে-আরবী-ত দূরের কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ভাষায় ঐ কথাটির তরজমা এই—

"আল্লাহ্ তাহা দ্বারা (ইমাম মাহ্‌দী দ্বারা) এরূপ কল্যাণ সাধন করিবেন যাহা কোরআন শরীফ দ্বারা করেন নাই।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)—নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন, আঁ-হযরত (সাঃ) কোরআন শরীফ দ্বারা জগতের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আসিয়া তাহা হইতেও অধিকতর কল্যাণ সাধন করিবেন? যদি তিনি এরূপ আকিদা না রাখেন তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে ইহা পেশ করিলেন কেন? এই উক্তিকে একটা গলত রেওয়ায়েত বা সহী রেওয়ায়েতের গলত অর্থ মনে করিয়া পরিত্যাগ করাই ইমানদারের কাজ ছিল।

হযরত মসিহে মওউদ, (আঃ) ও মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-সানী

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-সানীর এক দীর্ঘ বয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-সানীর বুজরগী ও মাহাত্ম্য আমরাও স্বীকার করি, এবং তিনি যে নিজ জামানায় এক জন মুজাদ্দিদ ছিলেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করি; আর মুজাদ্দিদগণ যে মোসলমানদের সাময়িক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তিনিও যে নিজ জমানায় ইসলামে প্রবিষ্ট দুরবস্থা দূর করিয়া গিয়াছেন ইহাও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্পর্কিত কথাগুলি তাঁহার সংশোধনের বিষয়ীভূত ছিল না, এবং এই জন্য তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন 'কাশফ' বা এলহাম বা নিজের কোন গবেষণা পেশ করেন নাই; বরং তিনি সাধারণ মোসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত কথাগুলির ফারসী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন। এই কথাগুলির ভাবার্থ কি, এই কথাগুলির মধ্যে বর্ণিত রূপক ও আলঙ্কারিক কথাগুলির মর্ম কি—তাহা তিনি বিস্তৃত-ভাবে প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই এবং বলিবার দরকারও ছিল না।

كل امر مرهون باوقاتها

"প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই নির্ধারিত সময় আছে;" এবং সেই সময়ই সেই সামরীক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম প্রকাশিত হয়।

মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-সানী সাহেব তাঁহার এই বয়ানের মধ্যে শুধু এই কথাই মোটামুটি ভাবে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার জমানায় যে এক ব্যক্তি মাহ্‌দী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, তাহার দাবী সত্য নহে।

মুজাদ্দিদ সাহেবের বুজুর্গি ও মাহাত্ম্য স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন মোসলমান এই আকিদা পোষণ করেন না বা করিতে পারেন না যে, তিনি معصوم عن الخطاء অভ্রান্ত ছিলেন। 'এজ্‌তেহাদি গল্‌তি' বা বুঝিতে ভুল করার সম্ভাবনা তাহারও ছিল।

অতএব মুজাদ্দিদ সাহেবের শাব্দিক অনুবাদকে যাহা তাঁহার নিজের অভিমত বলিয়া বুঝিবার কোন

হেতু নাই, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পেশ করা কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-সানীর উল্লিখিত বয়ানের কথাগুলি যদি রূপক না হইয়া শাব্দিক অর্থ অনুসারে সত্য হয় তবে দেখা যায় কোন মোসলমান ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অস্বীকার করিতে পারিবে না। মোসলমান কেন, কোন মানুষের পক্ষেই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে অস্বীকার করা সম্ভব হইবে না। মাথার উপর মেঘ হইতে আসমানি আওয়াজ শ্রুত হইলে কার সাধ্য ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে অস্বীকার করে? আস্‌মানি আওয়াজেই তো দুনিয়ার যাবতীয় হিন্দু, মোসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইমাম মাহদীর হাতে মোসলমান হইয়া যাইবে। ইমাম মাহদীকে দুনিয়া ব্যাপিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবারও কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-সানী সাহেব তাঁহারই মকতুবাত কিতাবের অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-কে তো মোসলমান মৌলবীরাই অস্বীকার করিবে।

"علماء ظواهر مجتهدات او را علی نبینا و
علیه السلام از کمال دقت و غموض ماخذ انکار
نمایند و مخالف کتاب و سنت دانند" —
(مکتوب ۵۵)

'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যখন প্রকাশিত হইবেন তখন সম-সাময়িক বাহ্যদর্শী মৌলবী মৌলানা-গণ তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়গুলির গভীরতায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাহা অস্বীকার করিবে ও তাহা কোরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে মনে করিবে।"

সুতরাং মৌলানা সাহেবগণের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, "আস্‌মান হইতে শব্দ শুনা যাইবে" কথাটা রূপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাই বলিতেছি, হযরত মুজাদ্দেদ আল্‌ফে-সানীর কথা বুঝিবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির দরকার।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)
ও
কেয়ামত-নামা

তারপর মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কেয়ামত-নামা হইতে এক দীর্ঘ বয়ান পেশ করিয়াছেন। কেয়ামত-নামার এই বয়ানের মধ্যে যে আনুপূর্বিক ধারাবাহিক গল্প বর্ণিত হইয়াছে, রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসে এই আনুপূর্ব্বিক গল্পে কোন ভাষাই পাওয়া যায় নাই। এই আনুপূর্ব্বিক কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন হাদীসে যে সমস্ত কথা সংযোগ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত বিভিন্ন হাদীসও বিভিন্ন রেওয়ায়েতের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ও সম্পর্ক নাই। পৃথক পৃথক অ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলির সঙ্গে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত অনেক কথা বাড়াইয়া মৌলানা সাহেবগণ যে কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মনগড়া গল্পের দ্বারা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার বিচার হইতে পারে না। আমরা মাহ্‌দী সম্পর্কিত হাদীস-গুলির যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে কেয়ামত-নামার বয়ানের আলোচনায় ঐ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। তবে ঐ কেয়ামত-নামার বয়ানের মধ্যেও হাদীসের মর্ম বুঝিতে মৌলানা-সাহেব প্রকাশ্য ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"রমজান মাসের ১ম তারিখে চন্দ্র গ্রহণ ও ১৪ তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হইবে।" কিন্তু হাদীসের মর্ম তাহা নহে।

হাদীসটি এই :—

ان لمهدینا ایتین لم تکونا منذ خلق السموات
و الارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان
و تنکسف الشمس فی النصف منه — (رواه
دار قطنی) *

"আমার মাহদীর জন্য দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, যাহা আসমান জমিন সৃষ্টি অবধি কখনও প্রকাশ হয় নাই; রমজান মাসের মধ্যে প্রথম তারিখ (পূর্ণিমার ১ম তারিখ) চন্দ্র-গ্রহণ হইবে এবং ঐ মাসের মধ্যভাগে (অমাবস্যার মধ্যভাগে) সূর্য-গ্রহণ হইবে।"

প্রথমতঃ, এই হাদীসে ১ম তারিখের চন্দ্রে, যাহাকে আরবী ভাষায় 'হেলাল' বলা হয়, গ্রহণ লাগার কথা নাই। হাদীসে 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কাজেই এখানে ১ম তারিখ কথাটা পূর্ণিমার প্রথম তারিখ অর্থে বুঝা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ১৪ তারিখে সূর্য গ্রহণ লাগিবে এই কথাও হাদীসে নাই। হাদীসের কথা "মধ্য ভাগে"।

তৃতীয়তঃ, প্রথম তারিখের চন্দ্রে চন্দ্র-গ্রহণ ও ১৪ তারিখের চান্দ্র-মাসে সূর্য-গ্রহণ—অর্থ করা কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

الشمس تجرى لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم *

"সৌরমণ্ডল তাহার নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে চলিতেছে; ইহাই প্রবল জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র অটল নির্ধারিত নিয়ম।"

সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম আবহমান কাল হইতে এই চলিয়া আসিতেছে যে, পূর্ণিমার ১৩-১৪-১৫ তারিখত্রয়ের কোন একটিতে চন্দ্র-গ্রহণ, আর আমাবস্যার ২৭-২৮-২৯ এই তারিখত্রয়ের কোন একটিতে সূর্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ ১ম তারিখের চন্দ্রের মধ্যে যদি গ্রহণ লাগে তাহা হইলে এই গ্রহণ কোন মানুষের পক্ষে দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, ১ম তারিখের চন্দ্রের প্রায় সবখানিই-ত অদৃশ্য থাকে। তাহার উপর যদি আবার গ্রহণ লাগিয়া বসে তাহা হইলে উহা দেখা যাইবে কেমন করিয়া? সুতরাং ১ম তারিখের চন্দ্রের গ্রহণ ইমাম মাহদীর লক্ষণ হইতে পারে না। যাহা লোকে দেখিবেনই না, তাহা লক্ষণ হইবে কিরূপে? কাজেই চন্দ্রের ১ম তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ এবং ১৪ তারিখে সূর্য-গ্রহণ অর্থ করা যে নিতান্তই ভুল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব আলোচ্য হাদীসের সহী অর্থ—রমজান মাসের মধ্যে পূর্ণিমার প্রথম অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ, আর ঐ মাসেই অমাবস্যার মধ্য তারিখে সূর্য-গ্রহণ লাগিবে, এবং একই রমজান মাসের মধ্যে নির্ধারিত এই তারিখগুলিতে গ্রহণ লাগা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমণের লক্ষণ হইবে।

প্রিয় পাঠক! এইরূপ গ্রহণ ১৩১১ হিজরী সনের রমজান মাসে হাদীসে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখ মতে লাগিয়াছিল। যাহারা এ বিষয়ের কোনই খবর রাখেন না তাহারা ১৩১১ হিজরীর পঞ্জিকা দেখিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।

তেরশত বৎসর পূর্বের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর নিকট এক দিক্ দিয়া যেমন মহানবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, আর এক দিক দিয়া তাঁহার খলিফা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন বার্তা ঘোষণা করিতেছে—

آسمان بارد نشان الوقت میگوید زمین
ایں دو شاهد از پئے تصدیق من استاده اند

"আকাশ নিদর্শন বর্ষণ করিতেছে, জমি বলিতেছে ইহাই নির্ধারিত সময়;—এই দুই সাক্ষী আমার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে।" কিন্তু স্বার্থান্ধ ও ব্যবসায়ী মৌলবী মোলানাগণ এই জলন্ত নিদর্শন দেখিয়াও হযরত মসিহে মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করিতেছে না।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখিয়াছেন:—
"মাহদীর নিকট বয়াত করিবার সময় আসমান হইতে একটি শব্দ হইবে:

هذا خليفة الله المهدى فاسمعوا له واطيعوا

"ইনি আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদী, তাঁহার কথা শুন ও তাঁহার বাধ্য হও।"

এই হাদীস অনুসারেও কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

আসমানি আওয়াজ বা 'এলহাম' প্রাপ্ত হইয়া বহুলোক হযরত মসিহে মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর উপরও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই এলহাম হইয়াছে যে—

"ينصرك رجال نوحى اليهم من السماء" (تذكره)

"এমন বহু লোক তোমার সাহায্য করিবে আমি যাহাদিগকে আস্‌মান হইতে ওহি করিব।"

বস্তুতঃ, আহ্‌মদী জমাতে এরূপ বহু লোক এখনও জীবিত আছেন যাহারা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে আস্‌মানি আওয়াজ পাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আর উল্লিখিত হাদীসের এরূপ অর্থ করা যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়াত করিবার সময় আস্‌মান হইতে এরূপ শব্দ হইবে যাহা দুনিয়ার সমস্ত লোক শুনিতে পাইবে, তাহা মস্ত বড় ভুল। আস্‌মানি আওয়াজ যদি দুনিয়ার সব লোক শুনিতে পাইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নবিগণের সময় এত গণ্ডগোল হইত না, এত খুন খারাবী, লড়াই ঝগড়া হইত না, এবং ইমান-বিল-গায়েব'-এর মর্য্যাদা রক্ষা হইত না।

বিশেষতঃ, এরূপ হইবার হইলে সবচেয়ে বড় শব্দ হইত মহানবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময় তাঁহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময়ই যখন আস্‌মান হইতে এরূপ কোন শব্দ বাহ্যকর্ণে শ্রুত হয় নাই, তখন আর কাহারও সম্বন্ধে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এরূপভাবে আস্‌মান হইতে শব্দ করিয়াই যদি আল্লাহ্‌তালা সর্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করিয়া দিতেন যে, ইনি ইমাম মাহ্‌দী, তাহা হইলে এত লক্ষণাদি বর্ণনা করিবারই বা কি দরকার ছিল?

বস্তুতঃ, আস্‌মানি আওয়াজই পৃথিবীকে জাগরিত করে, কিন্তু আস্‌মানী আওয়াজ সকল মানুষ শুনিতে পায় না।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আসমানী আওয়াজ আসিত, কিন্তু ইহা সকল মানুষ শুনিতে পাইত না। এই রকম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিকটও আসমানী আওয়াজ আসিত এবং অনেক সাহেবে-কামাল ওলিউল্লাহ্‌দের নিকটও কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে আস্‌মানি আওয়াজ আসিয়াছে।

আস্‌মানি আওয়াজ সম্বন্ধে যাহাদের কোনই অভিজ্ঞতা নাই, দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আসমানের দিকে কর্ণপাত করিবারও যাহাদের অবসর নাই, তাহাদের পক্ষে এই আসমানি আওয়াজ শুনা বা আসমানি আওয়াজের কথা বুঝা কঠিন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব লিখিয়াছেন—

"ইমাম মাহদী তোত্‌লা হইবেন, আর মীর্ষা সাহেব তোতলা ছিলেন না।"

এই কথাটা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব অজ্ঞতা বশতঃ বলিলেন, বা জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এত বড় গুরুত্ব-পূর্ণ দাবীর জওয়াব লিখিতে বসিয়া দাবীকারকের ব্যক্তিগত অবস্থা সম্বন্ধে এতটুকু খবরও মৌলানা সাহেব রাখেন না, আশ্চর্য্য বটে।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জিয়ারত যাহারা লাভ করিয়াছেন তাহারা অবগত আছেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জিহ্বায় জড়তা ছিল, এবং তিনি তোত্‌লা ছিলেন। এ বিষয়ে আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, "তিনি অর্থশালী হইয়াও জাকাতের টাকা গ্রহণ করিতেন।"

ইহাও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আর একটা জলন্ত মিথ্যা উক্তি। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কখনও জাকাতের টাকা ভোগ করিতেন না। বর্তমান জমানার ইসলামহারা মৌলানা মৌলবীদের না আছে কোন 'খলিফা', আর না আছে তাহাদের 'বয়তুল-মাল', যেখানে ইসলামী শরিয়তের নিয়মানুসারে জাকাত আদায় করিতে হয়। তাই তাহারা এই সুযোগে জাকাতের টাকা গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদর পূরণ করিয়া থাকেন, এবং নিজেদের এই অবস্থার উপর কেয়াছ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মওউদের (আঃ) উপর এই জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন।

"کار پاکان را قیاس از خود مگیر"

আমি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে চেলেঞ্জ করিতেছি যে, তিনি এই অভিযোগ প্রমাণ করুন। যদি না পারেন তবে কেন এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলেন—

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی
اعدت للکاذبین—

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কখনও জাকাতের টাকা খাইতেন না, বরং তিনি হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর খলিফা হিসাবে 'বায়তুল-মাল' স্থাপন করিয়াছেন, এবং সমস্ত 'সাহেবে নিসাব আহমদীদিগকে বয়তুল-মালে জাকাত আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং কোরআনের ব্যবস্থানুসারে জাকাত ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী মিছকীনদিগের মধ্যে তাহা বন্টন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইসলামের এই ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপিত হইলে মৌলানা মৌলবীদের উদর স্বরূপ বয়তুল-মাল আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না দেখিয়া মৌলানা সাহেব তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিয়াছেন, এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বিবিধ প্রকার মিথ্যা প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের দুষ্ট প্রতিভা

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানী' রদ পুস্তকের প্রথম ভাগের ৩১—৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"মির্জা সাহেব যখন দেখিলেন যে, ইমাম মাহদীর চিহ্নগুলি তাঁহার মধ্যে নাই, তখন তিনি নিরাশ হইয়া ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলি জয়ীফ ও বাতিল বলিয়া ফেলিলেন, তিনি ১৩০৮ হিজরীর মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے"۔

"কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে (ইমাম) মাহ্দীর আগমণ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহে।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজের পক্ষে এবং বহু লোক-মান্য ফুরফুরিয়ার পীর সাহেবের একজন খ্যাতনামা খলিফার পক্ষে যে মিথ্যা কথা বলা সম্ভব হইতে পারে ইতিপূর্বে আমরা এরূপ কল্পনা করিতে পারি নাই।

পাঠক শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, উপরে উদ্ধৃত ক্ষুদ্র এবারতের মধ্যেও তিনি দুইটা জলন্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ, ১৩০৮ হিজরীর মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া যে এবারত তিনি উলেখ করিয়াছেন তাহা এজালাতুল আওহাম কিতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় নাই। ১৩০৮ হিজরীর এজালাতুল আওহামের উক্ত পৃষ্ঠার আশে পাশে বা এজালাতুল আওহামের যতগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহার কোনটারই উক্ত পৃষ্ঠায় এই এবারত নাই এমনকি

উক্ত পৃষ্ঠার আশেপাশেও এই এবারত নাই, তবে ১৩০৮ হিজরীর এজালাতুল আওহামের ৪৫৭ পৃষ্ঠার ও পরবর্ত্তি ৫ম সংস্করণের ১৯০ পৃষ্ঠায় যে এবারতের অপূর্ণ অংশ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এজালাতুল আওহামের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া দিয়াছেন। আমার মনে হয় এই জন্যই তিনি কিতাবের পৃষ্ঠা গলত দিয়াছেন, এবং তিনি আরও বহু জায়গায় এরূপ করিয়াছেন, সময় মত আমি ইহা পাঠকের গোচরীভূত করিব,, 'ইনসাল্লাহ'।

এইখানে মিথ্যা বরাত দিয়া তিনি যে এবারতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ امام محمد مہدی کی نسبت یہی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونیکی حالت میں ہی ایک غار میں چھپ گئے اور مفقود ہیں قریب قیامت ظاہر ہونگے اور سنت جماعت کے لوگ اُنکے اس خیال کو باطل تصور کرتے ہیں اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ سو برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا سو سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہوگئے ہیں اور آخری زمانہ میں اُنہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا لیکن محققین کے نزدیک یہ مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں *

অর্থাৎ

"এই কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, শিয়া সম্প্রদায়ী লোকগণ ইমাম মোহাম্মদ মাহদী সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি জীবিত অবস্থায় এক গর্তে আত্ম-গোপন করিয়াছেন, এবং কেয়ামতের সন্নিকটবর্ত্তি সময়ে প্রকাশ হইবেন। আর সুন্নত জমাতের লোকের বিশ্বাস যে, এই ধারণা মিথ্যা। তাঁহারা এই হাদীসগুলি পেশ করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, এক শত বৎসরের পরে কেহই জীবিত থাকিবে না। অতএব সুন্নত জমাতের বিশ্বাস মতে ইমাম মাহদীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং শেষ যুগে তাঁহার নামে আর একজন লোক জন্মগ্রহণ করিবে; কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে এই ইমাম মাহদীর আগমন নিশ্চিত বিশ্বাস-যোগ্য বিষয় নহে।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এখানে শিয়াদের প্রতি-বাদে মোহাম্মদ নামীয় মাহদী সম্বন্ধে সুন্নত জমাতের আকিদা বলা হইয়াছে মাত্র। একেবারে কোন মাহ্‌দী আসিবেন না হযরত মীর্যা সাহেব তাহা বলেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জনসাধারণকে ধোকা দিবার জন্য এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই জন্যই তিনি ১৩০৮ সনের মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের মিথ্যা বরাত দিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের দ্বিতীয় মিথ্যা কথা এই যে—হযরত মীর্যা সাহেব—হাদীসে বর্ণিত চিহ্নগুলি নিজের মধ্যে না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ছিলেন। এত বড় মিথ্যা কথা তিনি কোন সাহসে বলিলেন, তাহা বুঝিবার মত শক্তি আমাদের নাই। যাহারা হযরত মীর্যা সাহেবের লিখিত গ্রন্থাদি মোটামুটি ভাবেও দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) হাদীসে বর্ণিত বহু নিদর্শন যাহা তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে তাহা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেও যে সকল হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বর্ণিত নিদর্শনগুলিও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমরা নিম্নে পাঠকের অবগতির জন্য কতকগুলি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি যাহা কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে—

ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত কতিপয় লক্ষণ

* يخرج المهدى من قرية يقال لها كدعه
(جواهر الاسرار)

(১) "কাদেয়া নামক গ্রাম হইতে মাহদী জাহের হইবেন।"

و يخرج الناس من المشرق يوطئون للمهدى خلافته (ابن ماجه)

জোওয়া-হেরুল আছরার নামক কিতাবে এই হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) পূর্ব দেশ হইতে একদল লোক বাহির হইবেন যাহারা মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবেন।"

আরব হইতে পূর্ব দেশ বলিতে ভারতবর্ষই বুঝায়।

(৩) মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন মাহদী তোত্‌লা হইবেন।

আমি বলিয়া আসিয়াছি, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তোত্‌লা ছিলেন।

(৪) মাহদীর সময় একই রমজান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ ও ২৮ তারিখে সূর্য্য-গ্রহণ লাগিবে। আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে এরূপ গ্রহণ লাগিয়াছে ১৩১১ হিজরী সনে।

و در علامات حضرت مهدى كه در جانب مشرق ستارة طلوع كند كه آن را ذنب باشد

(৫) পূর্বদিক হইতে এক পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র উদয় হওয়া মাহদীর একটি লক্ষণ—

পাঠকের অনেকেই অবগত আছেন যে, এরূপ নক্ষত্র উদয় হইয়াছে।

يكسر الصليب (بخارى)

(৬) তিনি "ক্রুশ ধ্বংশ করিবেন।"

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইমাম মাহদীর জমানায় খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য থাকিবে। পাঠক অবগত আছেন যে, আমাদের এই জমানায়ই খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য হইয়াছে।

يكثر الزلازل (مسلم)

(৭) "বহু ভূমিকম্প হইবে।" আমাদের এই জমানায় গত ৫০ বৎসরের ভিতরে যত ভূমিকম্প হইয়াছে, এত ভূমিকম্প বিগত হাজার বৎসরের মধ্যেও হয় নাই।

الايات بعد المئتين (مشكوة)

(৮) "মাহদীর লক্ষণগুলি ১২ শত বৎসর পর, অর্থাৎ ১৩ শতাব্দিতে প্রকাশ হইবে।"

পাঠক জানেন ১৩শ হিজরী সন পার হইয়া গিয়াছে। এখনও যদি ইমাম মাহদী ও ইমাম মাহদীর লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া যায়। (نعوذ بالله)।

(৯) প্রশস্ত ললাট, উচ্চ নাসিকা, ইস্রায়ীলি দেহ, গন্দমি বর্ণ—ইমাম মাহদীর হুলিয়া হইবে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আকৃতি ঠিক আঁ-হযরতের বর্ণনা অনুযায়ীই ছিল।

حكما عدلا (بخارى)

(১০) তখনকার মোসলমানগণ বহু ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে বলিয়াই মাহদী আসিয়া তাহাদের মত-বৈষম্যের মীমাংসা দিবেন। এই জন্যই রসুলে করিম (সাঃ) মাহ্‌দী (আঃ)-কে 'হাকামান-আদলান' বলিয়াছেন। বর্ত্তমান জমানায় মোসলমানদের মত-বৈষম্যের কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود —

(১১) "তখনকার আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহাদের কাছ থেকেই ঝগড়ার উৎপত্তি হইবে এবং ঝগড়া তাহাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

এই লক্ষণটিও আমাদের এই জমানায়ই পূর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আলেম ভিন্ন ভিন্ন রকমের

ফত্‌ওয়া দিয়া জন-সাধারণের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া দেয়; এই ঝগড়া আবার মৌলবী সাহেবদের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, যখন দুই পক্ষই মৌলানা সাহেবদের ডাকাইয়া মুনাজারা বনামে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করাইয়া দলাদলির সৃষ্টি করে।

এই রকম আরও বহু লক্ষণ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে, যাহা হাদীসে ও কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের এই জমানায়ই অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যায় জিদের আঁধুটি হইতে যাহারা নিজ চক্ষুকে মুক্ত রাখিয়াছেন তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেছেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন—

اسمان بارد نشان الوقت میگوید زمین
این دو شاهد از پئے تصدیق من ایستاده اند
آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سو سو حجاب
ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا -

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের জঘন্য তহরীফ

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন দেখিলেন যে, কোরান ও হাদীসের দলিলাদি মোটেই তাহার অনুকুলে নহে, তখন তিনি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া জন-সাধারণের সম্মুখে প্রকৃত মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। ইহাকেই আরবী ভাষায় 'তহরীফ' বলা হয়। কোরান শরীফে এরূপ 'তহরীফের' জন্য ইহুদী আলেমদের বহু নিন্দা আসিয়াছে।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কিতাব 'হকিকাতুল-মাহ্‌দীর' ২০ পৃঃ হইতে এক আরবী এবারত নকল করিয়া এরূপ অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন যাহাতে প্রকৃত মর্ম্ম সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মৌলানা সাহেব যেরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার নমুনা এই :—

"ان الاحاديث اللتى جائت فى المهدى الغازى المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها مجروحة بل اكثرها موضوعة من قسم الافتراء ولاجل ذالك تركها الامام البخارى و المسلم والامام الهمام صاحب الموطاء" *

পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে আসল এবারত দেওয়া গেল :—

قد ثبت ان الاحاديث اللتى جائت فى المهدى الغازى المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها ضعيفة مجروحة بل اكثرها موضوعة من قسم الافتراء **وما وثق رواتها و أشكل على المحدثين إثباتها** ولاجل ذالك تركها الامام البخارى و المسلم و الامام الهمام صاحب الموطاء **و جرحها اكثر المحدثين** -

'নিশ্চয়ই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমস্ত হাদীস ফাতেমা জোহ্‌রার বংশধর গাজি-যোদ্ধা মাহদী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে সে সমস্তই জয়ীফ। ইহাদের বিরুদ্ধে মুহাদ্দেছীনগণ জেরাহ করিয়াছেন; বরং ইহাদের অধিকাংশই জাল অমূলক; ইহাদের রাবীগণ মুহাদ্দেসীনের নিকট বিশ্বস্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, এবং এই হাদীসগুলিকে সহী বলিয়া প্রমাণ করা হয় মুহাদ্দেসীনের নিকট অসম্ভব হইয়াছে; এবং এই হেতু ইমাম বুখারী ও মুস্‌লিম এবং মুওয়াত্তা-প্রণেতা মহামান্য ইমাম এই হাদীসগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন "

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হাকিকাতুল-মাহদীর উল্লেখিত এবারতের মধ্যে মোটা অক্ষরে-চিহ্নিত কথাগুলি বাদ দিয়া তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মীর্যা সাহেব এই সহী হাদীসগুলিকে অযথা জয়ীফ ইত্যাদি বলিয়াছেন। কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) তাঁহার এই এবারতে উক্ত হাদীসগুলি সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনের

অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুহাদ্দেসীনগণ এই হাদীসগুলিকে জয়ীফ, অমূলক ইত্যাদি বলিয়াছেন। এখানে আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, বাস্তবিকই হাদীস-শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণ ফাতেমী বংশীয় যোদ্ধা-মাহদী সম্বন্ধে উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন কি-না, যাহা হযরত মীর্যা ছাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য উল্লেখিত হাদীসগুলি সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনের এই অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিছামিছি চেঁচামেচি করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের কোন লাভ হইবে না। হাদীস শাস্ত্রের কিতাবগুলি হইতে এই অভিমত মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ) বিরুদ্ধে গোস্বা প্রকাশ করিলে কোনই ফল হইবে না।

জগদ্বিখ্যাত আল্লামা ইবনে-খুলদুন তাঁহার মোকদ্দমায়ে-তারিখে-ইবনে-খুলদুন" কিতাবে ফাতেমি যোদ্ধা-মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলির উপর জেরাহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই হাদীসগুলি সহী নহে। এ সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে খুলদুন এক বিশেষ অধ্যায় লিখিয়াছেন। আমি সত্যান্বেষী পাঠকবর্গকে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তারপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্‌লিম ও ইমাম মালেকের মত হাদীস-শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামগণ যোদ্ধা, ফাতেমি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলিকে এই জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, এই হাদীসগুলিকে তাঁহারা সহী মনে করেন নাই। পক্ষান্তরে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত এই হাদীসগুলি সহী হইলে এইগুলি হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামদের অজ্ঞাতও থাকিতে পারে না।

বুখারী ও মুস্‌লিম-পরিত্যাক্ত সবগুলি হাদীসই জয়ীফ বা জাল আমরা সেই কথা বলিতেছি না। অনেক সহী হাদীসও তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিতে পারে। কিন্তু এত বড় বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস—'ফাতেমি মাহদী আসিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিয়া জগৎ জয় করিবেন'—ইমাম বুখারী, মুস্‌লিম ও ইমাম মালেকের মত ইমামদের অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এত বড় বড় ইমামদের এত বড় ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস অজ্ঞাত থাকা এই হাদীসগুলির অমূলক হওয়ার মস্ত বড় প্রমাণ।

অতএব হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কোনরূপ বাতিল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই হাদীসগুলিকে জয়ীফ বলেন নাই, বরং জমানার বাতিল-পরস্ত ব্যবসায়ী কাট মোল্লাদের ধোকার পরদা ফাঁক করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

মাহদী সম্বন্ধীয় যাবতীয় হাদীসগুলিই কি মোতাওয়াতের

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আর একটা আশ্চর্য্য কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলিই 'মোতাওয়াতের'। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, 'মোতাওয়াতের' বলিতে তিনি কি মনে করিয়াছেন।

হাদীস-শাস্ত্রের পারিভাষায় 'মোতাওয়াতের' বলা হয় সেই হাদীসকে যাহার বর্ণনাকারী রাবীদের সংখ্যা এত অধিক যে, এত অধিক লোকের একটা মিথ্যা কথার উপর এক মত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

" وان بلغت رواياته فى الكثرة الى ان يستحيل العادة تواطئهم على الكذب يسمى متواترا" (مشكوة)

আমি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহের কোন একটি রেওয়ায়েতকেও তিনি সর্ববাদী-সম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? এই সমস্ত রেওয়ায়েতের প্রত্যেকটিকে সর্ববাদী সম্মত প্রমাণ করা-ত দূরের কথা, কোন একটি রেওয়ায়েতও এই রকম নাই, যাহার বিরুদ্ধে হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ কর্ত্তৃক আপত্তি

উত্থাপিত না হইয়াছে।—(মোকাদ্দামায়ে ইব্‌নে খুলদুন দ্রষ্টব্য)।

হুজাজুল কেরামা-ফি-আছারীল-কেয়ামা নামক গ্রন্থের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ঃ—

شک نیست دراں کہ اسانید اکثر طرق وی معلول است بغفلت رجال اسانید و سوء حفظ یا ضعف یا سوئے رائے و نحوہ ذالک —

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাহদী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলির অধিকাংশের সনদ রাবীদের অজ্ঞতা, স্মরণ-শক্তির অভাব, বিচার-শক্তির অভাব ইত্যাদি দোষে দূষিত।"

দ্বিতীয়তঃ, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেও তাঁহার 'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকে পেশ করা ২২নং হাদীসের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "এই হাদীসটি সমধিক সহী।" সুতরাং তাঁহার পেশ করা ২২নং হাদীসটি যদি অন্যান্য হাদীসের তুলনায় সমধিক সহী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য হাদীসগুলি তাঁহার নিজের মতেও যে সন্দিগ্ধ, একথা স্পষ্টতই স্বীকার করিলেন। অতএব এই স্বীকৃতির পর এখানে আসিয়া মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলা তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক!

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবই হউন বা অতীত যুগের কোন গ্রন্থকারই হউন এত মত-বৈষম্য-পূর্ণ হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলিয়া থাকিলে ভুল করিয়াছেন। "মোতাওয়াতের" হইলে এই মত বৈষম্য থাকিতে পারে না; আর মোতাওয়াতের হাদীস সম্বন্ধে কোন সন্দেহও থাকিতে পারে না।

কাজি সৌকানী ও আবুল হাসান গয়রুহুম মাহদী সম্বন্ধীয় যাবতীয় হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। ইহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের বুঝার ভুল। তাঁহাদের কথার মর্ম এই যে, এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে সর্ববাদী-সম্মত কথা এই যে, আঁ-হযরতের উম্মতের মধ্যে মাহ্‌দীর আগমন-বার্তা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সত্য—এই ইমাম মাহদীর আগমন সম্বন্ধে সকলই একমত। শুধু ইমাম মাহদীর আগমন সংবাদটাকেই কেহ কেহ 'মোতাওয়াতের' বলিয়াছেন। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত তফ্‌সিলাত বা details, কিংবা পরস্পর বিরোধী বিবরণ সম্বলিত রেওয়ায়েতগুলিকে কেহই 'মোতাওয়াতের' বলেন নাই। এই কথাই হুজাজুল-কেরামার বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার কিতাবের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

و مجموع ایں روایات ضعیفہ و مطعونہ افادۂ صحت شہادت وجود وی در آخر زمان میکند اگرچہ خالص ازانہا نقد اقل قلیل باشد—

অর্থাৎ—"এই সমস্ত জয়ীফ ও আপত্তিকর 'রেওয়ায়েত' গুলির বিস্তৃত বিবরণ বাদ দিয়া, সর্বাপেক্ষা কম কথাটুকু যাহা এই সমস্ত রেওয়ায়েতগুলির সমষ্টি হইতে সপ্রমাণিত হয়, তাহা এই যে, আখেরি জমানাতে মাহ্‌দীর আবির্ভাব হইবে।"

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) ও ইমামত

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আর একটা মজার কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হযরত ইস (আঃ) যিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে বনী-ইস্রায়ীল জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পিছনে নমাজ পড়িবেন। কিন্তু হযরত ইসা (আঃ) যে এখনো আসমানে জীবিত আছেন তাহা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রমাণ করেন নাই, করিতে পারিবেনও না। কোরআন শরীফে অতি পরিষ্কারভাবে ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। আমরা তাহা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব, ইন্‌শাল্লাহ। কিন্তু ইসা (আঃ) এখনও মরেন নাই; জীবিতাবস্থায় আস্‌মানে উঠিয়া

গিয়াছেন ; আবার আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসিবেন,—প্রথমে মৌলানা সাহেবের ইহা প্রমাণ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কেন তিনি এই স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেন নাই, পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক ইসা (আঃ) ইমাম মাহদীর পিছনে নামাজ পড়িবেন—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে-হাদীসগুলি পেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি ঃ

وفى رواية لهما قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم *

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাজেল হইবেন তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইয়া, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে ?"

এই হাদীসে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই প্রতিশ্রুত ইবনে-মরিয়ম আমাদেরই মধ্য হইতে—অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্য হইতে হইবেন এবং তিনিই তখন আমাদের ইমাম হইবেন। অন্য কোন উম্মত হইতে বা আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসার কথা এই হাদীসে নাই, তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসের অর্থ করিতে—"অথচ তখন আরবের বংশধর কেহ তোমাদের ইমাম হইবেন" আর "আসমান হইতে" এই কথাগুলি নিজের উর্ব্বর মস্তিক হইতে অতিরিক্ত করিয়া হাদীসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। হাদীসে "আসমান হইতে নামিয়া" আসার কথা এবং "আরবের বংশধর আর একজন লোকের ইমাম" হওয়ার কথার কোন নাম গন্ধও নাই। মৌলানা সাহেবের এরূপ তহ্‌রীফ দেখিয়া ঈহুদীরাও লজ্জায় মাথা নোওয়াইয়া ফেলিবেন।

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে—امامكم স্থলে منكم — آসিয়াছে, 'অর্থাৎ তিনিই তোমাদের ইমামত করিবেন' আসিয়াছে। (সহী মুসলিম দ্রষ্টব্য)।

অতএব এই দুই রেওয়ায়েত মিলাইয়া দেখিলেই হাদীসটির এই অর্থ অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আঁ-হযরতের উম্মত হইতেই এক ইবনে-মরিয়ম আসিয়া এই উম্মতের ইমাম হইবেন। উম্মতে মোহাম্মদীয়া ছাড়া অন্য কোন উম্মত হইতে কাহারও আগমণের কথা এই হাদীসে নাই।

এসম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আর একটি হাদীস পেশ করিয়াছেন ঃ—

قال لا تزال طايفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه امة — (رواه مسلم)

'রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের বলে বলীয়ান থাকিয়া সর্বদা কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ করিতে থাকিবে। অতঃপর ইসা-ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন। তখন তাহাদের আমীর বলিবেন, আসুন আমাদিগকে নমাজ পড়ান, তখন তিনি বলিবেন, না তোমরা পরস্পর একে অন্যের আমীর হইতে পার। ইহা এই উম্মতের প্রতি আল্লার দেওয়া গৌরব।"

এই হাদীসের পরিষ্কার মর্ম এই যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে যখন নামাজের ইমামত করিতে বলা হইবে তখন তিনি বলিবেন আল্লাহ্‌তালা এই উম্মতে-মোহাম্মদীয়াকে এই সম্মান দান করিয়াছেন যে, এই উম্মতের প্রত্যেকেই নমাজের ইমামত করিতে পারে, এমন কি, হযরত মসিহে মওউদও অন্যের পিছনে নামাজ পড়িতে পারেন। এই হাদীসে অন্য

কোন ইমাম মাহ্‌দী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, এবং বনী ইস্রায়ীলের ইসা (আঃ)-এরও কোন কথা নাই; আসমান হইতে নামিয়া আসারও কোন কথা নাই।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) নিজ উম্মতের গৌরব ও বুজরগী সম্বন্ধে এইরকম আরও কতকগুলি কথা বলিয়াছেন :—

فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة و جعلت لنا الارض كلها مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء —(رواه مسلم)

"আমাদিগকে আল্লাহ্‌তালা তিন ভাবে লোকের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের সারিগুলি ফেরেস্তার সারির মত করিয়াছেন, আমাদের জন্য সমস্ত জমিই মসজিদ করিয়া দিয়াছেন, আর পানি না পাওয়া গেলে সমস্ত মাটিকেই আমাদের জন্য পবিত্র হওয়ার উপকরণ করিয়া দিয়াছেন," অর্থাৎ—এই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌তালা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে বিশেষত্ব দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ঠিক তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ উম্মতের আর এক প্রকার গৌরবের ও বিশেষত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের মধ্যে পৌরোহিত্য প্রথা নাই, বরং এই উম্মতের যে-কোন ব্যক্তি নামাজের ইমামতী করিতে পারেন। এমন কি, স্বয়ং মসিহে মওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন, যাহাতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার এই বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। হাদীসের মধ্যে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তিনিও অনেক সময় হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব ও হযরত মৌলানা নুরুদ্দিন সাহেবের পিছনে নমাজ পড়িতেন। ইহাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে।

এই মর্ম্মের আরও কতকগুলি হাদীস মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর একই বর্ণনার বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে রাবীদের ভ্রম প্রযুক্ত হাদীসের শব্দগুলির মধ্যে যে সমস্ত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বাদ দিয়া মোটামুটি কথাই প্রামাণ্য হইয়া থাকে। এই হাদীসগুলিরও মোটামুটি কথা হইতেছে এই যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী হইয়াও অন্য ইমামের পিছনে নমাজ আদায় করিবেন।

মাহ্‌দী শব্দের অর্থ ও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ধোকা

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কিতাব এজালায়ে আওহামের ২।২৯৩ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিম্ন লিখিত এবারত পেশ করিয়াছেন :-

کیا وہ خدائے تعالیٰ کیطرف سے ہدایت پاکر نہیں آیا ابن ماجہ و حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے لا مہدی الا عیسیٰ یعنی بجز عیسیٰ کے اُس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا ۔

প্রথমতঃ মৌলানা সাহেব পাঠকবর্গকে ধোকা দিবার জন্য এজালায়ে আওহাম কিতাবের যে বরাত দিয়াছেন তাহা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এজালায়ে-আওহামের ২।২১৫ পৃষ্ঠার এক সুদীর্ঘ এবারতের পূর্বাপর ও মধ্য হইতে অনেক কথা দিয়া উল্লিখিত এবারতটি জুড়িয়া লইয়াছেন।

আবার ইহার উপর টিট্‌কারী করিয়া বলিয়াছেন— "মীর্যা সাহেব মাহ্‌দী শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ, 'হেদায়েত-প্রাপ্ত' গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ বিকৃত অর্থ হয়, সেই সময় ইসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ হেদায়েতে-প্রাপ্ত হইবেন না।" একেত চুরি, আরো সিনা জুরি।

মাহ্দী শব্দের আভিধানিক অর্থ হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর ইসলামিক পরিভাষায় মাহ্দী বলিতে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে বুঝায় যিনি আল্লাহ্র তরফ হইতে হেদায়ত-প্রাপ্ত হইয়া আসিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী আছে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এস্থলে মসিহ্ মওউদকে আভিধানিক অর্থে মাহ্দী বলেন নাই, বরং তিনি—"আল্লাহ্র তরফ হইতে হেদায়েত-প্রাপ্ত" অর্থে মাহ্দী বলিয়াছেন। মৌলানা রুহুল-আমীন সাহেব যে মাহ্দীর প্রতীক্ষায় আছেন তিনি কি আল্লাহ্র তরফ হইতে হেদায়ত-প্রাপ্ত হইবেন না।

আর যদি তাহার প্রতীক্ষিত মাহ্দীও আল্লাহ্র তরফ হইতে হেদায়েত-প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া মাহ্দী নামের অধিকারী হন, তাহা হইলে সেই সময়ে মাহ্দী ব্যতীত আর কেহ কি হেদায়ত-প্রাপ্ত হইবেন না?

بریں عقل و دانش بباید گریست ع

পাঠকগণের কৌতূহল নিরাকরণার্থ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর কেতাব এজালায়ে-আওহামের আসল এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

"پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اُنہوں نے (بخاری و مسلم نے) اپنے صحیح اور کامل تحقیقات کی رو سے ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا جو مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منفک ٹھیرا رہی ہیں اور در اصل یہ خیال بالکل فضول اور مہمل معلوم ہوتا ہے کہ باوجود یکہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو جسکو باعتبار باطنی رنگ اور خاصیت اسکی کے مسیح ابن مریم کہنا چاہئے دنیا میں ظہور کرے اور پھر اِسکے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضروری ہو۔ کیا وہ خود مہدی نہیں ہے کیا وہ خدائے تعالیٰ کیطرف سے ہدایت پا کر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاس اسقدر جواہرات و خزاین و اموال معارف و دقایق نہیں ہیں کہ لوٹ لیتے لیتے تھک جائیں اور اسقدر انکا دامن بھر جائے کہ قبول کرنیکی جگہ نہ رہے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو اُسوقت دوسرے مہدی کی ضرورت کیا ہے اور یہ صرف اماموں موصوفین کا ہی مذہب نہیں بلکہ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ یعنی بجز عیسیٰ کے اُس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔ یوں تو ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے کہ آیندہ بھی آویں"

মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সময় অন্য মাহ্দী

আমরা এই কিতাবে যথাস্থানে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই উম্মতের মধ্যে একাধিক মাহ্দীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও হযরতের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিশ্রুত মাহ্দী। কিন্তু হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জমানায় অন্য আর একজন স্বতন্ত্র মাহ্দী হইবেন বলিয়া যে মৌলানা সাহেবগণ ধারণা পোষণ করেন, ইহা মস্ত বড় ভুল। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

كيف تهلك أمة انا اولها و المهدى وسطها و المسيح آخرها - (مشكوٰة) *

"কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে সেই উম্মত যাহার প্রথম ভাগে আমি, মধ্যভাগে মাহদী, ও শেষভাগে মসিহ থাকিবেন।" এই হাদীসে শেষ জমানার মসিহে মওউদের সঙ্গে অন্য কোন মাহ্দীর কথা আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই। আর এক হাদীসে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم حكما عدلا اماما مهديا - (رواه احمد ابن حنبل) -

"তোমাদের মধ্যে যাহারা (রুহানীভাবে) জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে, ইসা ইবনে-মরিয়মকে

ন্যায়-বিচারক ইমাম-মাহ্‌দীরূপে।" এই হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কেই ইমাম মাহ্‌দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন মাহ্‌দীর কথা বলেন নাই।

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

لا مهدى الا عيسى ابن مريم (رواه ابن ماجه)

"মসিহে মওউদ ব্যতিরেকে আর কোন মাহ্‌দী নাই।"

অতএব এতগুলি হাদীস ও মুহাক্কেকীনের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া ইবনে মাজার এই হাদীসকে জয়ীফ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করা ভুল।

সহী বুখারীতে ইমাম মাহ্‌দীর কথা

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কিতাব শাহাদতুল-কোরআন হইতে এক এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

" صحيح بخارى كى وه حديثيں جنميں آخرى زمانه كے بعض خليفونكى نسبت خبر دى گئى هے خاصكر وه خليفه جسكى نسبت بخارى ميں لكها هے كه آسمان سے آواز آئگى كه هذا خليفة الله المهدى"

এই এবারত পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মীর্যা সাহেব বুখারীতে ইমাম মাহ্‌দীর কথা আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, মাহ্‌দী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীস যদি জয়ীফ হইয়া থাকে তাহা হইলে 'শাহাদতুল কোরআন' নামক কিতাবে মাহ্‌দীর কথা সহী বুখারীতে আছে কেমন করিয়া স্বীকার করিলেন?

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই কথাগুলিও বাকচাতুরী বই আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে অতি পরিস্কারভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলি জয়ীফ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। আর জ্ঞানী আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, প্রকৃত পক্ষেও সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসগুলি নাই। আর আমরা ইহাও প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, মাহদী সংক্রান্ত রেওয়ায়েত গুলির প্রত্যেকটিই মুহাক্কেকীনদের মতে জয়ীফ; কিন্তু তথাপি ঐ সমস্ত হাদীসের সমষ্টী হইতে ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের কথা যে সত্য ইহাও প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সংবাদকে জয়ীফ বা মিথ্যা বলেন নাই। তিনি-ত কেবল মুহাক্কেকীনদের মতে পরস্পর বিরোধী তফ্‌সীল সম্বলিত রেওয়ায়েতগুলিকে জয়ীফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিজে মাহ্‌দী হইবার দাবী করিয়া 'মাহ্‌দীর আগমন' সংবাদটাকেই মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ বলা অসম্ভব। ইহা মৌলানার বুঝার ভুল। মাহদী সম্বন্ধীয় তফসীল ও মাহদীর আগমন, এই দুইটি কথার বেশকম বুঝিতে খুব বেশী বিদ্যার দরকার করে না। শাহাদতুল-কোরানে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এই কথা কেন লিখিলেন যে—

خاصكر وه خليفه جسكى نسبت بخارى ميں لكها هے

বিশেষতঃ, ঐ খলিফা যাহার কথা বুখারীতে লিখিত আছে'। ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, যখন হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) প্রকাশ্য ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এবং অতি পরিকারভাবে বারবারই উল্লেখ করিয়াছেন যে, সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদীসই নাই! তখন শাহাদতুল-কোরানের এই কথাটা (بخارى ميں لكها هے) ছাপার ভুলে লিখিত হইয়াছে মনে করা মৌলানা সাহেবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এই রকম ছাপার ভুল বা অনিচ্ছাকৃত লিখনিবিচ্যুত কোন কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানাতে যে-সমস্ত

ছাপার ভুল রহিয়াছে তাহার দিকে আমরা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করি নাই ; এবং কোন ভদ্র লোকের পক্ষে এরূপ করাকে সমীচীনও মনে করি নাই।

তিনি এক জায়গায় "কাজি সোকালি" লিখিয়াছেন। তিনি হয়তঃ شوق على মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে, প্রকৃত শব্দটি হইতেছে 'কাজি সোকানী'। আমি তাঁহার এই ভুলকে ছাপার ভুল মনে করিয়া কোন উচ্চ-বাচ্য করি নাই।

পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন যে, হাদীসে বর্ণিত ও তরিকত তত্ত্ববিদ কাশফ শক্তি-সম্পন্ন অলিউল্লাগণ কর্তৃক বর্ণিত লক্ষণাদি, জমানা ও হুলিয়া কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই।

আর মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের পেশ-করা পরস্পর বিরোধী অসম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলি মনগড়া বিকৃত অর্থ কোন ইমানদার বিবেকশীল ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপই অবান্তর ভিত্তিহীন কথাগুলির জন্য নিজেদের ইমানও নষ্ট করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

★

॥ চল্‌তি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

হনুমানের কত মান ঃ

নয়া দিল্লী হতে রয়টার একটি মজার খবর দিয়েছে। গুজরাট রাজ্যের ধরণগধরা নামক স্থানে বিশেষ মর্যাদার সাথে একটি হনুমানের মৃতদেহ দাহ করা হয়। এই সৎকার অনুষ্ঠানে ৭ সহস্রাধিক শোক সন্তপ্ত লোক অংশ গ্রহণ করে।

হনুমানটি সম্প্রতি তার সঙ্গিনীসহ ধরণগধরায় আগমন করে এবং হনুমান মন্দিরের নিকটে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, হিন্দুদের বানর দেবতা হনুমান উক্ত হনুমানরূপে পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন।

সৎকার অনুষ্ঠানে যোগদানকারী লোকেরা মৃত হনুমানটির স্মরণে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এ নিয়ে আলোচনা না বাড়ায়ে যারা বলেন যে, বানরই মানুষের পূর্বপুরুষ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যারা বানরকে দেবতা বলে পূজা করে থাকে তাদের নিকট এই ধরণের "ইভোলিউশেন থিওরির" কোন মূল্য নেই। কারণ দেবতা নিশ্চয় মানুষের চেয়ে বড়। সুতরাং বড় হতে ছোটর উদ্‌ভবকে ইভোলিউশেন বলা চলে না।

আসল কথা হয়নি বলা ঃ

১২ই জুন (১৯৬৬) তারিখে স্থানীয় দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাব' নামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রদেশের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, রেল-দুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসবের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"প্রদেশে একটার পর একটা দুর্ঘটনা লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা বর্তমানে আমাদের সহজাত হয়ে পড়েছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার দায়িত্ব

প্রত্যেক মানুষের। বর্তমানে সমাজের নীতি নৈতিকতার মাপ যেরূপ অধঃমুখী হইয়া চলিয়াছে, মানুষ ধর্ম ও মানবতা বিরোধী কার্য্য কলাপের ফলে যেভাবে খোদাদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, তাহার ফলস্বরূপ সমাজের প্রতি নামিয়া আসিতেছে খোদায়ী আজাব ও গজব। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, সয়লাব প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব জাতীয় সর্বনাশই ডাকিয়া আনিতেছে। জলে, স্থলে, সাগর সৈকতে যে ধ্বংস নামিয়া আসিতেছে, তাহা বস্তুতঃ মানুষেরই দুষ্কৃতির পরিণাম। (কোরআন)। সুতরাং সরকার ও জনসাধারণের এ সম্পর্কে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়াই একান্ত আবশ্যক''.....।

এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কোরআন করীম স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, মানুষ যখন নবী রসুলের শিক্ষা হতে দূরে সরে যায় তখন তাদের অধঃপতন শুরু হয়। অধঃপতন যখন চরমে উঠে তখন আল্লাহ্ তাঁর চিরাচরিত সুন্নত অনুযায়ী আবার নবী পাঠিয়ে থাকেন যাতে তাঁর আদরের সৃষ্টি আবার পথের সন্ধান পায় ও নিজেদের সংশোধন করে খোদামুখী হয়। তখন নবীর বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায়, অনাচার, অবিচারে আরো মেতে ওঠে তখনই আজাব বা গজব নেমে আসে। অর্থাৎ শুধু মানুষের অধঃপতনই নয় আগত নবীকে প্রত্যাক্ষানের কারণই আজাব গজবের কারণ। সুতরাং এসবের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার পথ হলো জমানার নবীকে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে রূপায়িত করা। বর্তমান জামানায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে রূপায়িত করার জন্য বর্তমান জামানায় আল্লাহ্‌র তরফ হতে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসিহ মওউদ রূপে। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী পেয়ে ঘোষণা করেছেন মানুষ যদি পাপের পথ ছেড়ে তাঁকে গ্রহণ না করেন তবে মানুষকে নানাভাবে আজাব গজবের সম্মুক্ষীন হতে হবে। শুধু আমাদের দেশ না, সারা দুনিয়া জুড়েই আজ তাঁর বাণীর প্রতিধ্বনি দেখা যাচ্ছে।

কথা শেষ করার পূর্বে কোরআন শরীফ হতে দু'টি আয়াতের বাংলা তর্জমার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। [মৌলানা আক্রম খাঁ সাহেবের তর্জমা]

'আর যদি এই নবীর পূর্বে তাহাদিগকে আমরা কোনো দণ্ডের দ্বারা হালাক করিয়া দিতাম সে অবস্থাতে তাহারা বলিতঃ—হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে হেয় ও অপদস্থ করার পূর্বে, আমাদের জন্য একজন রছুল পাঠাইলে না কেন; তাহা হইলেই তো আমরা তোমার নিদর্শনগুলির অনুসরণ করিয়া চলিতাম।' ছুরা ''তাহা'' ১৩৪ আয়াত

'সৎপথ গ্রহণ করিল যে ব্যক্তি—সে তো সুপথের যাত্রী হইতেছে নিজেরই মঙ্গলের জন্য, পক্ষান্তরে পথ-ভ্রষ্ট হইল যে ব্যক্তি—তাহার ভ্রষ্টতার প্রতিফল বর্তিবে তাহারই উপর; বস্তুতঃ একের ভার অন্যে বহন করিবে না; এবং রসুল না পাঠান পর্যন্ত কোন উম্মতকে দণ্ড দেওয়ার নিয়ম আমাদের নাই।'

''বনি ইসরাইল'' ১৫ আয়াত।

বুরুজী নবুয়ত খতমে নবুয়তের বিরোধী নহে। বুরুজী নবীর আগমনে খতমে-নবুয়তের মোহর ভাঙ্গে না। স্বতন্ত্র নবী আসিলে ইসলামের মূলোৎপাটিত হয়।
—মসীহে মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"যার ভী হোগা তো হোগা উছ ঘড়ী বা হালে যার"

আহ্‌সানউল্লা সিকদার

পবিত্র কোরআন করীম পাঠে জানা যায়, আল্লাহ্‌তালা কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষগণের সত্যতা উপলব্ধি করিবার যে সমস্ত লক্ষণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইতেছে আদিষ্ট মহাপুরুষ কৃত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া। (সুরা রাদ ৪১ আয়েৎ, সুরা মোমেন ২৯ আঃ)।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) অতীব জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহ্‌দীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য ও তদীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া নেহায়েৎ দরকার। নতুবা তিনি পবিত্র কোরআন বর্ণিত কষ্টি পাথরের যাচাইয়ে আপন দাবীতে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারেন না। আমরা অতিশয় জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। কোন কোনটি এখন পূর্ণ হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও যথাসময়ে পূর্ণ হইতে থাকিবে; ইন্‌শাআল্লাহ্‌। তাঁহার যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীও রহিয়াছে, যেগুলি অবিশ্বাস করিবার মত দুঃসাহস বোধ হয় বর্ত্তমান দুনিয়ার বুকে কাহারও নাই, যেরূপ রাশিয়ার তদানিন্তন প্রবল প্রতাপশালী শাহান্‌শাহ্‌, 'যার'-এর বিলাপ অবস্থায় পতিত হওয়া এবং সপরিবারে নিশ্চিহ্ন হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। নিম্নে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ১৫ই এপ্রিল ১৯০৫ ইং তারিখে আল্লাহ্‌তা'লা হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া প্রথম মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে এক বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী কবিতাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮) সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীতে হুজুর (আঃ) লিখিয়াছেন, এই মুছিবত দুনিয়াতে এক ইনকেলাব সৃষ্টিকারী মুছিবত হইবে। ইহাতে এত অধিক প্রাণহানী হইবে যে, রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। মুছাফের গণের জন্যও তখন খুবই সঙ্কটময় সময় হইবে; ইত্যাদি। অতঃপর একটি ছত্রে লিখিয়াছেনঃ 'যার' (রাশিয়ার তদানিন্তন সম্রাটের উপাধি) ভী হোগা তো হোগা উছ ঘড়ী বা হালে যার" অর্থাৎ (রাশিয়ার শাহানশাহ্‌) 'যারও' তখন ক্রন্দন রত অবস্থায় নিপতিত হইবে।"

অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বীয় সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ পেশ করতঃ লিখিয়াছেনঃ "হাঁ, হে অদূরদর্শীগণ! তোমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করিবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না। কেননা, আমার সত্যতার যাবতীয় বিষয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভরশীল।" তারপর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি যে আল্লাহ্‌তা'লা হইতে প্রাপ্ত অহির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পংক্তিতে লিখিয়াছেনঃ—ইহা

আল্লাহ্‌তা'লার অহির কথা। কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে ইহা পূর্ণ হইবে। তোমরা মোত্তাকী এবং ধৈর্যশীল হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর।" (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, ৫ম খণ্ড)।

মোট কথা, যেরূপ জোরালো ভাষায় ও অটল বিশ্বাসের সহিত হুজুর (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন, এই ঘোষণাই হুজুর (আঃ)-এর সত্যতার জলন্ত প্রমাণ। তারপর ঘটনা প্রবাহ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা এমন খোলা এবং স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, বিষয়টি অবগত হইবার পর কোন মানুষই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, রাশিয়ার বাদশাহ, 'যার' সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই।

যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় 'যার'-এর অবস্থা

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! এখন পাঠ করুন রাশিয়ার প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ্‌, ১৬।১৭ প্রকার খেতাবের অধিকারী 'যার' এবং তদীয় পত্নী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাতনী জার্মান শাহজাদী 'যারীনার' শোচনীয় পরিনামের করুণ কাহিনী। প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরের শেষাংশে 'যার' প্রধান সেনাপতির দায়ীত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার উপস্থিতি সেনাবাহিনীর মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দ ও সন্তুষ্টির কারণে পরিণত হইল। যেখানেই তাঁহার গাড়ী উপস্থিত হইত, সেইখানেই অগণিত লোক সম্মিলিত হইত বাদশাহ্‌কে একনজর দেখিবার জন্য। ইহাতে সেনা বিভাগ এবং জনসাধারণের হৃদয়ে আপন বাদশাহর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের রুহ্‌ প্রবিষ্ট হইত।

জার্মানগণ যখন জানিতে পারিল যে, একমাত্র 'যার'-এর ব্যক্তিত্বই এরূপ, যাঁহার দ্বারা যাবতীয় পার্টিতে একত্ব কায়েম রহিয়াছে, এবং যে পর্যন্ত এই ব্যক্তির হস্তে কর্তৃত্ব থাকিবে সে পর্যন্ত রাশিয়াতে গোলযোগের সৃষ্টি করা যাইতে পারে না এবং রাশিয়া যুদ্ধ হইতেও পৃথক হইতে পারে না। তখন জার্মানগণ বাদশাহ্‌র কর্তৃত্ব লাঘব করিবার জন্য এবং মিত্রশক্তি ও রাশিয়ার জনসাধারণের মনে তাঁহার প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি করিবার জন্য এই প্রোপাগেণ্ডা আরম্ভ করিল যে, 'যার যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সহিত পৃথকভাবে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াসী। ২০ শে জানুয়ারী ১৯১৬ইং তারিখে 'যেমেরী' নামক স্থানে সেনা বিভাগ পরিদর্শন কালে 'যার' স্বয়ং জার্মানদের এই প্রোপাগেণ্ডা খণ্ডন করতঃ ঘোষণা করেন যে, শত্রু সৈন্যের সর্বশেষ সিপাহীটিকে আপন সীমান্ত হইতে বহিষ্কৃত না করা পর্যন্ত আমি সন্ধি স্থাপনের কথা মনেই করিতে পারি না, তারপর মিত্র পক্ষের স্বীকৃতি এবং মঞ্জুরী ব্যতীত কোন প্রকার সন্ধি হইতেই পারে না। 'যার'-এর এই ঘোষণা সরকার পক্ষ হইতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইল।

সেনাবিভাগ পরিদর্শনের পর ২১শে জানুয়ারী ১৯১৬ইং তারিখে তিনি রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার ৫দিন পূর্বে রুশ সেনাবাহিনী রোমের কিল্লা জয় করাতে সারা দেশ ব্যাপি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। পরদিন 'যার' আপন ভ্রাতা ডিউক মিখাইলকে সঙ্গে লইয়া পালিয়মেণ্টের উদ্বোধন কার্য সমাধা করিবার জন্য Tauride ভবনে গমন করিলেন। সেখানে জাতির প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং এই অনুষ্ঠান রাষ্ট্রের মজবুতির কারণে পর্যবশিত হইল। দিনটি ঐ দিন ছিল, যে দিন বাদশাহ্‌, মন্ত্রী বৃন্দ, এবং জাতির প্রতিনিধি বৃন্দের একই মনোভাব ছিল যে, যে কোন মূল্যেই হউক না কেন, শত্রুর মোকাবেলায় বিজয় লাভ করিতেই হইবে। অতঃপর রুশ সেনাবাহিনী আরও কতিপয় স্থান অধিকার করে, এবং অষ্ট্রীয়ান ফ্রন্ট রুশ সেনাবাহিনীর

দাপটে তিষ্টিতে না পারিয়া লুমবার্গ পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়, এবং বহু যুদ্ধ বন্দী রুশ সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়। এই সংবাদ রাশিয়ানদের জন্যও সুসংবাদ ছিল। কিন্তু 'যার'-এর জন্য ছিল সর্বশেষ সুসংবাদ।

গরমের মওসুমটা 'যার' অতিবাহিত করিলেন জেনারেল হেডকোয়ার্টারে। 'যারীনা'ও সময় সময় ছেলেমেয়ে সহ সেখানে কিছু দিন অবস্থান করিতেন।

রাজধানীতে বিপ্লব আরম্ভ

পার্লিমেন্টের অধিবেশনে মানুষকে আশা ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সরকার ঐগুলি পূর্ণ করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিলেন না। ফলে জনগণের পক্ষ হইতে কঠোরভাবে বিভিন্ন প্রকার দাবী দাওয়া পেশ হইতে লাগিল। মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভরের ফলে 'যার'ও পার্লিমেন্টের বিরোধীতাকে ইন্‌কেলাবী এজিটেশনের প্রভাবাধীণ বলিয়া মনে করিলেন। জার্মান প্রোপাগেণ্ডার ফলে 'যারীনা'র প্রতি এই অভিযোগ প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে, তাঁহার জার্মান প্রীতি দেশের জন্য অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করিবে। তাঁহার বিরুদ্ধে আরও বিভিন্ন প্রকার অপবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। যেহেতু 'যারীনা' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাতনী এবং জার্মান শাহজাদী ছিলেন সেহেতু এই সুযোগ অবলম্বনে জার্মানগণ তাহাদের ফিফ্‌থ্‌ কলামিষ্ট দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা কাহিনী ফলাও করিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

এইদিকে দেশে খাদ্যাভাব, কয়লার অভাব, এবং মাত্রাতিরিক্ত শীত পরিদৃষ্ট হইল। তারপর 'যারীনা'র অতি বিশ্বস্ত বলিয়া পরিচিত রাসপুতিনকে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। রাসপুতিনকে সরাইবার জন্য 'যারীনা'কে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি মস্কো হইতে তাঁহার বোন আসিয়া বুঝাইবার পরও কোন প্রকার ফল হইল না। অবশেষে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে রাসপুতিন নিহত হইল। (রাসপুতিনের কাহিনী এক বিরাট কাহিনী,—লিখক)। 'যার' কর্তৃক মন্ত্রী সভার রদবদল কার্যেও ভুল হইল। পার্লিমেন্টের মেম্বর এবং উজির সভার মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হইয়া উঠিল। দেশে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি সরকারী কর্মচারী এবং অফিসারগণও বিরোধী দলে যোগদান করিতে লাগিল। 'যার' ১৯১৭ ইং সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস রাজ প্রাসাদেই অবস্থান করিলেন। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার আশা ছিল যে, যুদ্ধ চালু রাখা যাইবে। সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বসন্তকালে মিত্র শক্তির আক্রমণের সহিত তাঁহার ফৌজ ও জার্মানীর উপর আক্রমণ চালাইবে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিজয়লাভ হইবে।

৯ই মার্চ্চ ১৯১৭ ইং তারিখে 'যার' হেড কোয়ার্টারে পৌঁছিলেন। ঐদিকে রাজধানীতে গোলযোগ ভীষণ আকার ধারণ করিল। সরকারী কর্মচারীগণ ধর্মঘট করিল। সেনাবাহিনীর মোকাবেলা সত্ত্বেও বিপ্লবীগণ বহু পুলিশ হত্যা করিয়া ফেলিল।

'যার'-এর সিংহাসন ত্যাগ

রাজধানীর অবস্থা হেড্‌ কোয়ার্টারে অবস্থানরত 'যার'-এর জানা ছিল না। ১০ই মার্চ জনৈক জেনারেল এবং কতিপয় অফিসার 'যার'-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্পূর্ণ ঘটনা খুলিয়া বলিল এবং পরামর্শ দিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব বিপ্লবী দলের দাবী পূরণ করা দরকার। পার্লিমেন্টের প্রেসিডেন্টও 'যার'-এর নিকট টেলিগ্রাম করিল যে, অবস্থা শোচনীয়। রাজধানীতে বিদ্রোহ চলিতেছে। গভর্ণমেণ্ট পঙ্গু অবস্থায় পতিত হইয়াছে, কিছুই করিতে পারে না। একটি দায়ীত্বশীল সরকার গঠন করা নিতান্ত দরকার। কিন্তু 'যার' এই

টেলিগ্রামের উত্তর দিলেন না। তখন যদি কোন দায়ীত্বশীল সরকার গঠন করা হইত, তবে অবস্থা আয়ত্বাধীন হইতে পারিত। ১২ই মার্চ্চ প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় তারবার্ত্তায় জানাইল যে, অবস্থা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং আজই ফয়ছালা হওয়া দরকার। নতুবা অবস্থা হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। ইহা সর্বশেষ সুযোগ। যাহা করিবার আজই করুন। ঐ দিনই 'যার'-এর ভ্রাতা ডিউক মিখাইল টেলিফোনযোগে জানাইল যে, এমন সরকার গঠন করা দরকার, যে সরকারের প্রতি দেশবাসী আস্থাশীল। উত্তরে 'যার' জেনারেল আলেসেকুকে আপন ভ্রাতার শোকরিয়া আদায়ের কথা বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন যে, তিনি নিজেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। মন্ত্রী সভার প্রেসিডেন্টও এই মর্মেই টেলিগ্রাম করিল। এই টেলিগ্রামের পর 'যার' বিপ্লব দমনের জন্য রাজধানী পেট্রোগ্রেডে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় এক ঘন্টাকাল 'যারীনা'র সহিত টেলিফোন যোগে আলাপ করিলেন, এবং টেলিগ্রাম করিলেন যে, বর্তমান গভর্ণমেন্টের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারে না। অতঃপর তিনি স্বয়ং রাজধানী পেট্রোগ্রেড যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ঐদিনই শাহী গাড়ী Mohileff হইতে রওয়ানা হইল। কিন্তু ২৪ঘন্টা সফর করিবার পর Malaiavichva ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজধানীর ৩০ মাইল দক্ষিনে অবস্থিত Tosno ষ্টেশন বিপ্লবী দলের করতলগত। তখন 'যার'-এর পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা ব্যতিত অন্য উপায় ছিল না। তিনি তখন Psoff-এ জেনারেল রাস্কীর নিকট যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে সেখানে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে তিনি জন-সাধারণের দাবী পূরণ করা সম্বন্ধে পার্লিমেন্টের প্রেসিডেন্টের সহিত টেলিফোনে আলাপ করিলেন। উত্তরে প্রেসিডেন্ট জানাইল যে, এখন যাবতীয় বিষয় হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন সিংহাসন হইতে পদত্যাগ করিবার সময়। সেনাবাহিনীতে তখনও 'যার'-এর প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। তদ্রূপ কৃষক এবং জমিদার সম্প্রদায়ও 'যার'-এর অনুগত ছিল। 'যার'-এর জন্য তখন মাত্র দুইটি রাস্তা উন্মুক্ত ছিল। সিংহাসন ত্যাগ করা অথবা সেনাবাহিনী সহ রাজধানীর উপর আক্রমণ করা। গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় তিনি আক্রমণ করা হইতে বিরত রহিলেন। জেনারেল রাস্কী দ্বারা পার্লিমেন্টের প্রেসিডেন্টের নিকট টেলিগ্রাম করাইলেন যে, 'যার' তদীয় পুত্রের (যুবরাজের) পক্ষে সিংহাসন হইতে পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। পরন্তু ঐ দিনই পার্লিমেন্টের মেম্বরবৃন্দ সম্মিলিত হইল। যেহেতু যুবরাজ অধিকাংশ সময় পীড়িত থাকিত এই জন্য হয়ত বা সঠিকমত দেশের সেবা করিতে পারিবে না মনে করিয়া ঐ দিনই দিবাগত রাত্রি প্রায় ১১টার সময় 'যার' আপন ভ্রাতা মিখাইলের পক্ষে পদত্যাগ পত্র লিখিয়া দিলেন। যেহেতু পার্লিমেন্টের সাধারণ রায় ডিউক মিখাইলের খেলাফ ছিল সেহেতু তিনিও পদত্যাগের ঘোষণা করিলেন। ১৯১৮ ইং সালে ইহা জানা যায় নাই। সাধারণতঃ ইহাই মনে করা হইয়াছিল যে, তাহাকেও হত্যা করা হইয়াছিল। পদত্যাগকালে 'যার' আপন নামের সহিত ১৫।১৬ প্রকার উপাধী লিখিয়াছিলেন। অতঃপর 'যার' জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে ২১শে মার্চ তারিখে প্রহরাধীন করিল এবং শাহী-প্রাসাদে লইয়া গেল। তাঁহার আকাঙ্খা ছিল যে, তাঁহাকে ক্রিমিয়াতে রাখা হউক। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইহাতে এক মত হইল না।

মুছিবতের প্রারম্ভ

'যার'-এর শাহী প্রাসাদে পৌঁছিবার পূর্বে 'যারীনা'কে যখন পেট্রোগ্রেড-এর কমাণ্ডার জেনারেল 'কোরনিলো'

প্রহরাধীন করিবার আদেশ শুনাইয়াছিল, তখন শাহী প্রাসাদে কবরের ন্যায় নিরবতা বিরাজমান ছিল। 'যারীনা' শাহী মোলাকাতের কামরাতে খুবই শান-শওকাতের সহিত উপবিষ্টা ছিলেন। জেনারেলকে ভিতরে ডাকা হইল। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। যখন কমাণ্ডার এই কথা বলিল যে, আমি আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছি, আপনি দণ্ডায়মান হইয়া আপনার প্রতি নির্দ্দেশিত আদেশ শ্রবন করুন। বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে কেহই 'যারীনা'র সামনে এমন শব্দ ব্যবহার করে নাই। আদেশ এই ছিল যে, "আজ হইতে তোমাকে প্রহরাধীন করা যাইতেছে। প্রাসাদের অফিসার ইন্‌চার্জ্জের বিনানুমতিতে তুমি কোন চিঠিপত্র লিখিতে পারিবে না, এবং গ্রহণও করিতে পারিবে না। পার্কে একাকিনী ভ্রমন করিতে যাইতে পারিবে না। আজ হইতে যে সমস্ত সরকারী আদেশ তোমার নিকট পৌঁছিবে, ঐ সমস্ত আদেশ যথাসময়ে পালন করিতে হইবে।"

তখন 'যারীনা'র অবস্থা এমন ছিল যে, হায়! মাটি যদি ফাটিয়া যাইত এবং তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। যদ্যপি বিশৃঙ্খলা এবং হট্টগোলের দরুণ তিন চারিদিন পূর্ব হইতেই 'যারীনা' অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু অদ্যকার এই তাজা খবরে তাঁহার ব্যাকুলতা চরমে পৌঁছিল। ছেলেমেয়েগুলি সবাই অসুস্থ ছিল। তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেও সঙ্কোচবোধ করিলেন। কিন্তু অবশেষে মেয়েগণকে বলিয়াই ফেলিলেন।

ঘোষণানুযায়ী ৪টার সময় শাহী প্রাসাদের সমস্ত বাসিন্দা প্রহরাধীন হইল। ২১শে মার্চ স্বয়ং 'যার'ও প্রাসাদে পৌঁছিলেন। অতঃপর সাব্যস্ত করা হইল যে, শাহী খান্দান সেখান হইতে অনতিদূরে অবস্থিত ফিন ল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া সেখানকার কোন বন্দর হইতে জাহাজ যোগে ইংলণ্ড অথবা অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সামরিক সরকার এই কার্যে কোন প্রকার সাহায্য করিল না। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। শাহী খান্দান ১৯১৭ ইং সালের আগষ্ট পর্যন্ত শাহী প্রাসাদে আবদ্ধ রহিলেন। ইতিমধ্যে তাহাদিগকে সরকারী আদেশ মান্য করিতে হইত। কোন কোন সময় তাহাদের সহিত অসম্মান জনক ব্যবহার করা হইত। পরন্তু 'যার'-এর সালামের কেহ উত্তর দিত না। একদিন 'যার' বাহির হইতে প্রাসাদে প্রবেশকালে প্রহরী বলিল, আপনি এই রাস্তা দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তখন সঙ্গীয় অফিসার 'যার'কে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে সাহায্য করে। বাহিরে যাইতে হইলে কম্যাণ্ডিং অফিসারের আদেশ প্রাপ্তির জন্য অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত। পত্র এবং পত্রিকাদিতে 'যার'-এর নামের পূর্বে শুধু কর্ণেল লেখা হইত। 'যারীনা'র নামের পূর্বের কিছু লেখা হইত না। বাহির হইতে কেহ 'যার, বা 'যারীনা' লিখিলে সেন্সার অফিসার উহা কাটিয়া দিত।

অবশেষে সামরিক সরকার সিদ্ধান্ত করিল যে, শাহী খান্দানকে শাহী প্রাসাদ হইতে অন্যত্র প্রেরণ করা হউক। আদেশ জারী করা হইল। ১৩ই আগষ্ট রাত্রি ১২টায় আদেশ দিল, প্রস্তুত হও! একটায় ট্রেনের সময়। প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ট্রেন আসিল ভোর ৫টায়। ঐ আলিশান শাহী প্রাসাদ, যাহাতে সারাটা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, ছেলেমেয়ে পয়দা হইয়াছে, জওয়ান হইয়াছে, ঐ প্রাসাদ হইতে চিরতরে বিদায় হওয়া, গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে অধিদিত থাকা, সর্বোপরি কেন যে লইয়া যাওয়া হইতেছে ঐ সম্বন্ধেও অধিদিত থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এমন হৃদয়-বিদারক, যাহা কল্পনা করিতেও মানবাত্মা প্রকম্পিত হইয়া যায়। এবম্বিদ মর্মন্তুদ অবস্থার ভিতর দিয়া রাশিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত শাহান শাহ্‌কে সপরিবারে শাহী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ২৬শে আগষ্ট তারিখে তাঁহাদিগকে 'টুপালস্কে' তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট

কোয়ার্টারে পৌঁছান হইল। সেখানে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্তনা প্রদান করা হইল যে, যেহেতু বলশেভিকগণ শাহী খান্দানের অমঙ্গল সাধন করিতে চাহিবে, এইজন্য শাহী খান্দানকে এই সুরক্ষিতস্থানে আনয়ন করা হইয়াছে।

'যার'-এর বিলাপাবস্থা

১৫ই নভেম্বর তারিখে বলশেভিকদল পুনরায় ক্ষমতাশীন হইল। তাহারা শাহী খান্দানদের অবস্থান রত স্থানের জন্য জনৈক বদমেজাজ এবং নির্দয় ব্যক্তি 'বেকুলফকে' মোতায়েন করিল। ১৮ই এপ্রিল ১৯১৮ ইং তারিখে 'বেকুলফ' আসিয়া সংবাদ দিল, মস্কো হইতে আদেশ আসিয়াছে যে, অদ্য রাত্রিকালেই 'যার'-কে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে হইবে। শাহী খান্দানের যে কেহ সঙ্গে যাইতে চায় যাইতে পারে। যেহেতু যুবরাজ তখন পীড়িত ছিল সেহেতু 'যার' অন্যত্র যাইতে অস্বীকার করিলেন। উত্তরে 'বেকুলফ' বলিল, এই আদেশ কার্য্যকরী করিবার জন্য আমার প্রতি কড়া তাগিদ আসিয়াছে। আপনি যাইতে রাজী না হইলে আপনাকে জবরদস্তী লইয়া যাওয়া হইবে। এই আদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, সরকারী ফরমান অমান্য করিলে আপনাকে হত্যা করা হইবে। সময়টা যারীনা'র জন্যও অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল। তিনি কিংকর্তব্যমিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কি যে করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে শাহজাদী টাটিয়ানা বলিল, "শীঘ্র সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। পিতাকে যাইতেই হইবে।" অবশেষে সিদ্ধান্ত এই হইল যে, 'যার'-এর সহিত 'যারীনা' এবং শাহজাদী মেরী যাইবেন। ঐ দিন কাঁদিতে কাঁদিতে শাহজাদীগণের চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছিল। চা পান করিবার জন্য যখন সকলে একত্রে বসিলেন, তখন মনে হইতেছিল যেন কোন বড় রকমের 'বলির' প্রস্তুতি চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিল। রাত্রি ৩॥ টার সময় কৃষকদের কিছু গাড়ী আসিল। গাড়ীতে কিছু খড় বিছাইয়া তদুপরী 'যার' 'যারীনা' এবং শাহজাদীর বসিবার জন্য দুইটি চাটাই বিছান হইল। শড়ক খুবই খারাপ ছিল। কয়েকবার গাড়ীর চাকা খারাপ হইল। EKTERINBURG-এ তাহাদিগকে অবতরণ করান হইল।

অতঃপর ২০শে মে তারিখে শাহজাদী ও তদীয় ভগ্নীগণ, গৃহ-শিক্ষক Peirree Gilliard, গৃহ-চিকিৎসক এবং দুইজন চাকর টুবালস্ক হইতে রওয়ানা হইল। পথি-মধ্যে গৃহ-শিক্ষককে তাহাদের সঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হইল, এবং বাকী ৭জনকে রুদ্ধ গাড়ীতে বন্ধ করিয়া 'যার'-এর নিকট পৌঁছান হইল। অতঃপর ২০শে জুলাই তারিখে সাদা রাশিয়ান দল (বলশেভিক বিরোধীদল) Tioumar শহর দখল করিল। কতিপয় দিবস পর Ektarinburg-এ ১৬।১৭ তারিখে 'যার'-এর মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। পত্রিকাটিতে ইহাও প্রকাশিত হইল যে, 'যারীনা' এবং সন্তানগণকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছান হইয়াছে।

অতঃপর Ektarinburg-ও সাদা রাশিয়ান দলের হস্তগত হইল। তাহারা শাহী খান্দানের অবস্থানরত স্থানে দুর্ভেদ্য পাহারা বসাইল. এবং একটি তদন্ত কমিটিও নিয়োগ করিল। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, শাহী খান্দানের অবস্থান রত ঘরের চতুর্দিক আবদ্ধ ছিল। এমন কি ঘরের জানালার আয়না-গুলিতে পর্যন্ত রং দেওয়া হইয়াছিল যাতে বাহিরে দেখিতে না পারে। একদিন এক শাহজাদী অসহ্য বোধ করাতে জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করা মাত্র জনৈক রক্ষী গুলি করিল, এবং গুলি শাহজাদীর গায়ে না লাগিয়া জানালার ফ্রেমে লাগিল। প্রত্যেকটি কামরার দরজায় এবং কোনে কোনে পাহারাদার মোতায়েন করা হইয়াছিল। প্রথম তলাতে বলশেভিক গার্ড থাকিত এবং দোতালাতে থাকিতেন শাহী খান্দান। গার্ডগণ যুবক, অশ্চরিত্র এবং বদমায়েস ছিল। মুখে সব সময় সিগারেট

রাখিত এবং অর্ধ-উলঙ্গাবস্থায় থাকিত। শাহজাদীগণ প্রস্রাব পায়খানার জন্য গেলে তাহারা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছ ইত্যাদি প্রশ্ন করিত। শাহজাদীগণ পায়খানার অভ্যন্তরে থাকা কালে তাহারা দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিত এবং বিভিন্ন প্রকার বিদ্রূপাত্মক কথা বলিত। খাবার সময় গার্ডগণও সামনে বসিত এবং খাবার বাসন টানিয়া লইত। মোট কথা, শারিরীক কষ্টত ছিলই, তদুপরি মানসিক কষ্টও সর্ব প্রকারে দেওয়া হইত। কোন কোন সময় গার্ড 'যারীনা'র কামরার দরজার সামনে গিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অশ্লীলতা পূর্ণ গান গাহিত। যুবরাজ পীড়িত ছিল। কামরার বাহিরে গিয়া বসিবার ও বাহিরে বেড়াইতে যাইবার অনুমতি ছিল না। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর ৫ মিনিটকাল বাহিরে বসিবার অনুমতি পাওয়া গেল। 'যার' যুবরাজকে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন এবং ৫ মিনিট পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে কামরাতে প্রবেশ করিতেন।

জুলাইর প্রারম্ভে পূর্ব মোতায়েন কৃত গার্ড অপসারিত করিয়া নূতন বিশ্বস্ত বলশেভিক গার্ড মোতায়েন করা হইল। এই দলের প্রতি হত্যা কার্যের ভার অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ জুলাই মাসের ৪ তারিখে মস্কোতে শাহী খান্দানের হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহিত হইয়াছিল। এই জন্য জঙ্গলের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সেখানে শাহী খান্দানের শব দেহগুলি জ্বালাইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত যখন পূর্ণত্ব লাভ করিল তখন ১৬ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় এই কার্যের জন্য মনোনিত ব্যক্তি 'ইউরোস্কি' ১২টি রিভলভার আনাইল। দ্বিপ্রহর রাত্রির অল্পক্ষণ পর 'ইউরোস্কি' শাহী খান্দানের কামরার সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিল। সে বলিল, আমার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন। কারণ এই দেখাইল যে, শহরে খুবই অশান্তি বিরাজমান। এই জন্য আপনাদিগকে কোন রক্ষিত স্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। সংখ্যায় তাঁহারা ১০ জন ছিলেন। নিকোলার ওমিনো 'যার', ১৪ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ 'যারুষ', ৪৬ বৎসর বয়স্কা আলেকজাণ্ডা ফোডারুনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদরের নাতণী 'যারীনা', ২৩ বৎসর বয়স্কা শাহজাদী ওয়ালগা, ২১ বৎসর বয়স্কা শাহজাদী টাটিয়ানা, ১৯ বৎসর বয়স্কা শাহজাদী মেরী, ১৭ বৎসর বয়স্কা শাহজাদী আনাছতাছিয়া, ৫৫ বৎসর বয়স্ক ডাক্তার বুটকন এবং দুই জন চাকর। তাঁহারা যখন তাহার পিছনে পিছনে তাহ্‌খাসাতে (বৃত্তিকা খনন করিয়া যে ঘর প্রস্তুত করা হয়) পৌঁছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে। যখন বিলম্ব হইল, তখন বসিবার জন্য কুরছি চাওয়াতে ৩টি কুরছি দেওয়া হইল। যুবরাজ পায়ে বেদনা বশতঃ মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। 'যার' তাহার বামদিকে বসিলেন এবং ডাক্তার একটু পিছনে ডানদিকে দাঁড়াইল। 'যারীনা' দেওয়ালের নিকট বসিলেন, এবং অন্যান্য সকলই বসিয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে ঝটপট দরজা খুলিল এবং ইউরোস্কি ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত আরও নয় ব্যক্তি প্রবেশ করিল। ইউরোস্কি 'যার'-এর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "তোমার মানুষ তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। আমরা তোমাদিগকে হত্যা করিতে বাধ্য।" 'যার' কিংকর্ত্য-বিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কি?' ইউরোস্কি রিভলভার দ্বারা ফায়ার করিয়া বলিল, 'এই আমাদের উদ্দেশ্য।' ইউরোস্কির সাথে সাথে সকলেই ফায়ার করিল। প্রত্যেকের প্রাণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল। কিন্তু যুবরাজের মৃত্যু হইল

না! বরং কাঁতরাইতে লাগিল। ইউরোস্কি দ্বিতীয় ফায়ারে তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। অতঃপর হত্যাকারীগণ তাঁহাদের দেহ এবং পোষাক হইতে বহু মূল্যবান জওয়াহেরাত, মণিমুক্তা খুলিয়া লইয়া শব দেহগুলি চাদর মুড়ি করিয়া মোটর গাড়ীতে করিয়া জঙ্গলে লইয়া গেল। শব দেহগুলি মাটিতে রাখিবার পর যখন তাহাদের শরীরের কোন কোন অংশ উলঙ্গ হইল, তখন তাহারা আরও বহু মূল্যবান জওয়াহেরাতের সন্ধান পাইল, যাহা শাহজাদীগণ গোপনে বাঁধিয়া রাখিত। এই সমস্ত জওয়াহেরাত তাহারা এত তাড়া-হুড়া করিয়া খুলিয়া লইল যে, কোন কোন দানা মাটিতে পড়িয়া পদতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তারপর শব দেহগুলি টুকরা টুকরা করিয়া জ্বলন্ত অগ্নীকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। ঐ অগ্নীকুণ্ডে বেন্‌জীন ঢালা হইল। শরীরের যে সমস্ত অংশ রহিয়া গেল, ঐ অংশগুলি জ্বালাইবার জন্য সালফারিক এসিড ব্যবহৃত হইল। ইউরোস্কির আদেশানুযায়ী এই কাজ তিন দিন চালু রহিল। এই কাজে ১৭৫ কিলোগ্রাম সালফারিক এসিড এবং ৩৭০কিলোগ্রাম বেন্‌জিন ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতঃপর ব্যাপারটি গোপন রাখিবার মানসে ভস্মরাশি সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ইউরোস্কি ছিল ইহুদী, এবং বাকী ৯জন ছিল জার্মান অষ্ট্রিয়ান। এই জন্য ব্যাপাটি রাশিয়ার জনসাধারণের অজ্ঞাত রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহাদের একজন ইহাও বলিয়াছিল যে, দুনিয়ার কোন মানুষই জানিতে পারিবে না যে, শাহী-খান্দানের সর্ব্বশেষ পরিণাম কি হইল। কিন্তু তদন্ত কমিটির চেষ্টার ফলে যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফাঁস হইয়া গেল। এক এক ইঞ্চি জমি পরীক্ষা করা হইয়াছে। মৃত্তিকা পরীক্ষা করা হইয়াছে। এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী ঘাসও সাক্ষ্য দান করিয়াছে। মণি মুক্তা জওয়াহেরাতের যে সব অংশ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 'যারীনার' কর্ণের বালিও রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। যুবরাজের কোর্টের বোতাম এবং শাহজাদী গণের গলার হারের টুকরা পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর অস্থির ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম অংশেরও পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং অতিশয় ধারালো অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মোট কথা, পরিসমাপ্তি ছিল ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি রাশিয়ার শাহান্‌শাহ্‌, পোল্যাণ্ডের 'যার' ফিনল্যাণ্ডের 'গ্র্যাণ্ডডিউক' প্রভৃতি ১৬।১৭টি পদবীর মালিক ছিলেন। যাহার সম্বন্ধে আলেমুলগায়েব খোদা ঘটনা সংঘটিত হইবার ১৩ বৎসর ৩ মাস ১দিন পূর্বে তদীয় প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহ্‌দী দ্বারা এই ভাষায় সংবাদ দিয়াছিলেন যে ঃ

"যার'ভী হোগা তো হোগা উছ ঘড়ী বাহালে যার" অর্থাৎ 'যার'ও তখন বিলাপের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

'যার'-এর জন্য ইহা হইতে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে যে, শুধু তাঁহার বংশই সমূলে নিপাত হয় নাই বরং তাঁহার রাজধানীর নামও 'পেট্রোগ্রেড' হইতে 'লেনিন গ্রেড'-এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তারপর একমাত্র 'যার'-কেই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, শারিরীক ও মানসিক কষ্ট ভোগ, এমন কি নিহত হইতে হয় নাই বরং তাঁহার খান্দানের প্রত্যেকের সহিত তদনুরূপ দূর্ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি তাঁহার চক্ষের সামনে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা গণের সহিত অপমানজনক এবং অসহ্যকর ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশেষে খান্দানের সবাইকে হত্যা করিয়া, তাঁহাদের সবদেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া পরে জ্বালাইয়া ফেলা হইয়াছে, এবং ঐ ভস্ম মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। যদ্যপি হত্যাকারীগণ বিষয়টিকে চাপা দিবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা

করিয়াছে। কিন্তু ঐ আলেমুল গায়েব খোদা, যিনি ঘটনা সংঘটিত হইবার বহু পূর্ব্বে স্বীয় মসিহ ও মাহ্দী মারফত সংবাদটি দুনিয়াতে প্রচার করিয়াছিলেন, ঐ খোদা বিষয়টি অজ্ঞাত থাকিতে দিলেন না। বরং তিনি ইহা দুনিয়াবাসীর চক্ষের সামনে তুলিয়া ধরিলেন, যেন ইহা তাঁহার মসিহ ও মাহ্দীর সত্যতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত ঘটনা লণ্ডনের আহমদীয়া মসজিদের ভূতপূর্ব্ব ইমাম জনাব মাওলানা জালালউদ্দীন শাম্স্ সাহেব নিম্ন লিখিত দুইটি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। (১) Thirtreen years at the Russian Court, By pierre gilliard, এই লোকটিকে 'যার'-এর পুত্র কন্যাগণের সঙ্গ হইতে পৃথক করা হইয়াছিল।

(২) "Fall of the Russian Empire" By Edward A. walsh

★

॥ খবর ॥

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

গত ১লা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই পর্যন্ত তাহরীকে জদীদ সপ্তাহ পালন করার জন্য কেন্দ্রীয় মজলিশে খোদ্দামুল অহ্মদীয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেমতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জামাতে তাহ্রীকে জদীদ সপ্তাহ পালিত হয়।

● ● ●

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের সেক্রেটারী জনাব শেখ মোবারক আহ্মদ সাহেব বিগত ২১শে জুন তারিখে রাবওয়া হইতে ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকাতে ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের জন্য ওয়াদা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামে গমন করেন এবং সেখানেও ওয়াদা গ্রহণ করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম হইতে একলক্ষ টাকার উপরে ওয়াদা পৌঁছিয়াছে। ঢাকার এক মহিলা ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের জন্য হাত হইতে স্বর্ণের অলঙ্কার খুলিয়া দেন। শেখ মোবারক আহ্মদ সাহেব বিগত ৩০শে জুন রাবওয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

● ● ●

প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব গত ২০শে জুন তারিখে উত্তর বঙ্গের নাটোর এবং দক্ষিন বঙ্গের চুয়াডাঙ্গা জামাত পরিদর্শনের জন্য গমন করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন কার্যাবলী পরিদর্শনের পর ২৭শে জুন ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পুনরায় গত ৬ই জুলাই তারিখে ওয়াকফে জদীদের মোয়াল্লেমদের পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত আহ্মদনগরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

● ● ●

গাইবান্দা আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মাদ মমিনুল ইসলাম সাহেব জানাইতেছেন যে,

আহ্‌মদনগর যাইবার পথে জনাব আমীর সাহেব গাইবান্ধাতে অবস্থান করেন এবং ৮ই জুলাই (১৯৬১ ইসাব্দ) তারিখে গাইবান্ধা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতদিন উক্ত মসজিদ কাঁচাঘরে ছিল।

● ● ●

রাবওয়ার জামেয়া আহ্‌মদীয়াতে অধ্যয়নরত বাঙালী ছাত্রগণ দুই মাসের ছুটিতে গত ২৭শে জুন তারিখে স্ব-প্রদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন, 'জনাব আনিসুর রহমান, জনাব মোহাম্মাদ তাহের, জনাব বশির আহ্‌মদ, জনাব মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ।

● ● ●

প্রদেশের প্রত্যেক জামাতে ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হইয়াছে। ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে গত দুছরা জুলাই তারিখে ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর্যা জাফর আহ্‌মদ সাহেব বার-এট-ল। হযরত রসুলে পাক (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব মোস্তফা আলী সাহেব এবং জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব।

গত ১৬ই জুলাই তারিখে ঢাকায় মেয়েদের উদ্যোগেও ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালিত হয়।

● ● ●

কুষ্টিয়া হইতে ইসলাহ ওয়া ইরশাদের কর্মসচিব জানাইতেছেন যে, সেখানে জিলা পাবলিক রিলেশন অফিসার জনাব আফতাবুদ্দিন ফেরদৌসীর সভাপতিত্বে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়। সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলানা মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্‌ সাহেব, মোহাম্মাদ হোসেন আলী সাহেব, শেখ শাহাদত আলী (উকিল) সাহেব, মোখলেসুর রহমান সাহেব, মোহাম্মাদ সিদ্দিক সাহেব। সভায় আহ্‌মদীগণ ছাড়াও বহু অ-আহ্‌মদী ও হিন্দু যোগদান করেন।

● ● ●

রংপুর আহ্‌মদীয়া যুব-সংঘের নেতা জনাব এ-টি-এম শফিকুল ইসলাম সাহেব জানাইতেছেন যে, গত ২রা জুলাই তারিখের বৈকাল ৫ঘটিকায় রংপুর আহ্‌মদীয়া মসজিদে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জনাব বদরুদ্দিন আহ্‌মদ (উকিল) সাহেব।

স্থানীয় আহ্‌মদীয়া ছাড়াও বহু অ-আহ্‌মদী সভায় উপস্থিত ছিল। সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরন করা হয়।

● ● ●

গত ২০শে জুলাই তারিখে জনাব আমীর সাহেব উত্তর বঙ্গ সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

★

"আর্য সম্ভূত জাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় প্রাচ্য মানসিকতায় এই মতবাদ বিস্তার করে রেখেছিল যে, খোদা আছে, যীশু (খোদার পুত্র) আছে, আর আছে, পবিত্র আত্মা। কিন্তু মোহাম্মাদ (সাঃ) এসে ঘোষণা করলেন, 'খোদা এক—তিনি কারো সৃষ্ট নন, তার কোন পুত্র কন্যা নেই, আর তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।' তিনি আরও বললেন, 'মূলতঃ এই ত্রৈয়ী-মতবাদ লোকদেরকে পৌত্তলিকতার দিকে চালিত করে। তাই জেনে রাখ—খোদা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই।"

—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

॥ পরলোকে ডাক্তার ওয়াসিম উদ্দীন খাঁ ॥

দিনাজপুর শহরের আহ্‌মদিয়া জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাক্তার ওয়াসিম উদ্দীন খাঁ সাহেব এম. বি., তাঁহার মুন্সীপাড়াস্থ বাসভবনে ৬৩ বৎসর বয়সে বিগত ২৭শে জুন, ১৯৬৬ ইসাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। [ইন্না ..... রাজেউন]।

তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহার জিলাতে তিনিই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এম. বি. তিনি দিনাজপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গভর্ণিং কমিটির এবং জিলা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

তিনি গত ১৯৬১ ইসাব্দে আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন; কিন্তু আহ্‌মদীয়াতের শিক্ষা ও আদর্শ তিনি স্বীয় জীবনে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন যে, তিনি অনেকের পরে জামাতভুক্ত হইয়াও অনেকের অগ্রে গমন করেন। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছেঃ "অনেকেই পরে আগমন করিয়া অগ্রে চলিয়া যাইবেন।" এই বাণী জনাব ডাক্তার সাহেবের জীবনে সফল হইয়াছে। দিনাজপুর শহরের সত্যনিষ্ঠ আহ্‌মদী জনাব হামেদ হাসান খাঁ ও জনাব মৌলবী নুর উদ্দীন আক্রাদ [ওয়াকফে জদীদের মোয়াল্লেম] এবং আরও অনেকের দ্বারা তিনি আহ্‌মদীয়াতের সুসংবাদ অবগত হন এবং জনাব নুর উদ্দীন সাহেবের মারফত বয়েত করেন। অতঃপর মাননীয় মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব যখন দিনাজপুর শহরে গমন করেন; এবং দিনাজপুরের নাজিম উদ্দীন হলে বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন তাঁহার স্ত্রী আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের নিকট বয়েত করেন। এই সময় মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ সাহেবের নিকট হইতে তিনি তফসিরুল কোরআন ও খাতামান নবীঈন পুস্তক দুইখানা পাঠ করিয়া আরও জ্ঞানলাভের জন্য উরদু ভাষা শিক্ষালাভ করেন এবং মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি পাঠে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার পত্নী ও দুই কন্যা আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোন পুত্রই আহ্‌মদীয়া মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা অনেকেই সরকারী উঁচু পদে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ স্নেহ ও দরদের সহিত আহ্‌মদীয়াতের নিমন্ত্রণ দিতেন। মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পূর্বে নিজ পুত্রদের জন্য এই ওসিয়ত লেখাইয়াছেন যে, "আমি জীবনের প্রথম হইতেই ধর্মীয় সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া আসিয়াছি, কারণ সত্যকে জানিবার প্রবল পিপাসা আমার ছিল এবং আহ্‌মদীয়াতের মধ্যেই আমি সে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি ও শান্তনা লাভ করিয়াছি। অতএব হে আমার সন্তানগণ! তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই যে, যদি সত্যকে জানিবার আগ্রহ তোমাদের থাকে তবে তোমরা সর্বদা আহ্‌মদী সাহিত্য পাঠ করিবে, কারণ ইহাতেই তোমরা সত্যের সন্ধান পাইবে।"

স্ত্রী, আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা তিনি স্মৃতি স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন।

নিঃসন্দেহে জনাব ডাক্তার সাহেব একজন ওলি আল্লাহ ছিলেন। তিনি বহু উচ্চ ও সদগুণের অধিকারী ছিলেন। আহ্‌মদীয়াতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আকর্ষণ ছিল। প্রতিষ্ঠানের ছোট বড় সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ছিল।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জানাজায় অংশ গ্রহনের জন্য জমাতের লোক দিনাজপুর শহরে আগমন করেন। শুধু আহ্‌মদীয়া জমাতের নহে, অ-আহ্‌মদী—উকিল, ডাক্তার কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রোফেসরগণ এবং শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁহার জানাজার নামাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা দারুত তবলীগে গায়েবী জানাজা পড়া হয়। আশা করি অন্যান্য জামাতেও গায়েবী জানাজা পড়া হইয়াছে। না পড়া হইয়া থাকিলে পড়িবেন।

প্রার্থনা করি আল্লাহ্‌তালা যেন তাঁহাকে বেহেস্তে অতি উচ্চ স্থান দান করেন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم ০

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতারভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

উক্ত বিষয়ে চাঁদার ওয়াদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৌঃ শেখ মোবারক আহ্মদ সাহেব, সেক্রেটারী ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন, রবওয়া হইতে গত মাসের শেষ ভাগে ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও এবং চট্টগ্রাম জামাতও পরিদর্শন করেন। তিনি এই ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশাবলী ব্যাখ্যা করায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁও ও চট্টগ্রাম জামাতের বন্ধুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আনন্দচিত্তে যে ওয়াদা লিখান তাহা প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা। এ সমস্ত ওয়াদার লিষ্ট পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হইবে। ওয়াদাকৃত চাঁদার সম্বন্ধে একটা মোটা অংশ ইতি মধ্যেই আদায় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাকী জামাতের বন্ধুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই নেক ও গুরুত্বপূর্ণ তাহ্রীকে শামেল হইয়া আপন আপন ওয়াদা লিখাইয়া প্রাদেশিক অফিসে পাঠাইয়া দেন। এই ওয়াদা কৃত টাকা তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁ, চট্টগ্রামের অধিকাংশ ওয়াদাকারীগণ নিজেদের এক মাসের আয়ের পরিমাণ বা ততোধিক টাকা ওয়াদা করিয়াছেন।

—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

★

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিনঃ

The Holy Quran.		Rs. 10·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	
২।	আমাদের শিক্ষা	,,	,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,,	,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,,	হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,	,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,,	,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,,	,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,,	,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,,	,,
১৪।	হাশান্না	,,	,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,,	,,
১৬।	দাজ্জা ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,,	,,

প্রাপ্তিস্থান
এ টি চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.